বিশ্ব কবিতা দিবস ২০২৬

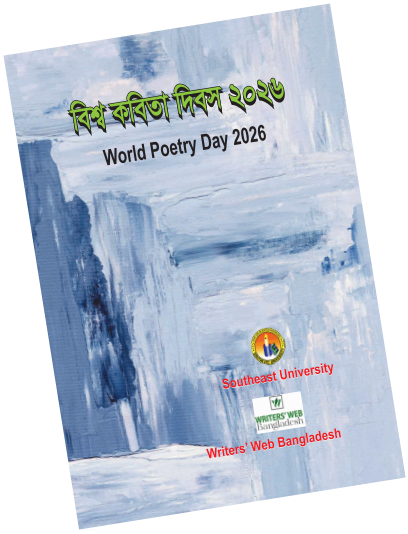
World Poetry Day 2026

Southeast University

Writers' Web Bangladesh

বিশ্ব কবিতা দিবস ২০২৬

World poetry day 2026



Southeast University

&

Writers' Web Bangladesh

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামসুল হক
ডীন, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, সাউথইষ্ট ইউনিভার্সিটি

অধ্যাপক আহমেদ রেজা
ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

আব্বাস ফারুক
সভাপতি, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ

ড. গৌরাঙ্গ মোহান্ত
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ

খন্দকার রুহুল আমীন
চেয়ারম্যান, খন্দকার গ্রুপ ও
উপদেষ্টা, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ

সম্পাদক

তালুকদার লাভলী
জেনারেল সেক্রেটারি, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ

অধ্যাপক নাঈম
ইংরেজি বিভাগ, সাউথইষ্ট ইউনিভার্সিটি

সম্পাদনা পর্ষদ

অধ্যাপক ড. ফিরোজ খান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ

আবছার নিজাম
যুগ্ম-সম্পাদক, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ

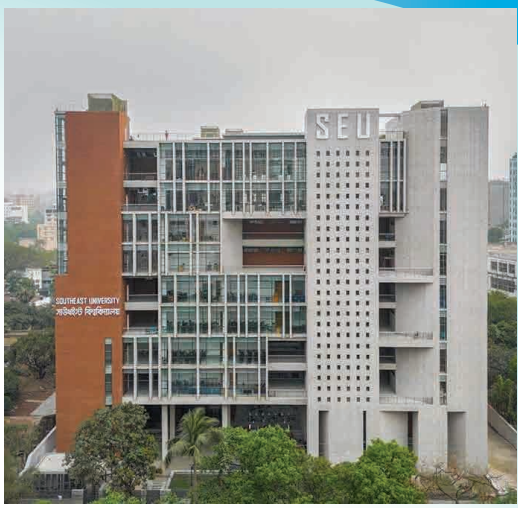
আঞ্জুমান আরা শিল্পী
ট্রেজারার, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ

বিপ্লব রায়
নির্বাহী সদস্য, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ

রোকসানা পারভীন
নির্বাহী সদস্য, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ

আদিবা
সহযোগী অধ্যাপক, সাউথইষ্ট ইউনিভার্সিটি

মাসুম হাসনাত
নির্বাহী সদস্য, রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ



প্রচ্ছদ

.....???

প্রকাশকাল

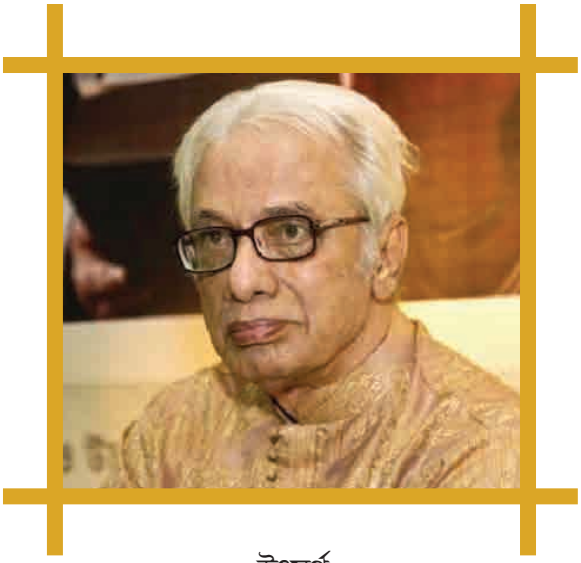
জুলাই, ২০২৬

গ্রাফিক্স ও অক্ষরবিন্যাস

মেঘদূত, বেজমেন্ট রুম # ৫৯-৬০, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশনা ও স্বত্ব

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি এবং রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ



উৎসর্গ

বাংলার লোকঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনন্য সাধক, প্রখ্যাত লোকগবেষক
ড. আশরাফ সিদ্দিকী-এর

অম্লান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বিশ্ব কবিতা দিবস ২০২৬
উৎসর্গ করা হলো।

রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ ও সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য-আয়োজন তাঁর জীবনদর্শন, মনন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি আমাদের বিনম্র সম্মান।

তাঁর আলোকিত কর্মধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সৃজনচেতনায় চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

World Poetry Day 2026

On the occasion of World Poetry Day 2026, heartfelt greetings are extended to poets, writers, scholars, students, cultural activists, and literature enthusiasts. This celebration honors the enduring power of poetry to inspire creativity, preserve culture, and unite humanity beyond the boundaries of language, geography, and time.

Poetry is the voice of the human spirit. Throughout history, it has celebrated joy, challenged injustice, preserved cultural identity, and inspired hope. As the heartbeat of civilization, it continues to enrich societies with wisdom, compassion, and imagination.

Bangladesh is blessed with a rich literary heritage shaped by its folk traditions, classical literature, and modern poetry. Through the works of its poets and writers, the nation's history, struggles, aspirations, and cultural identity have been preserved for future generations.

The joint initiative of Writers' Web Bangladesh and Southeast University to celebrate World Poetry Day reflects a shared commitment to literary excellence and cultural enrichment. This year's celebration is further enriched by the participation of renowned poets from around 20 countries, who will join the event online through the Zoom platform, making it a truly global literary gathering.

The dedication of this year's celebration to National Professor Dr. Ashraf Siddiqui is a fitting tribute to his outstanding contributions as an educationist, folklorist, writer, and researcher. His lifelong efforts to preserve Bengali folk literature remain an invaluable legacy.

The inclusion of literary competitions, recognition of distinguished personalities, and the honoring of heroic freedom fighters strengthens the connection between literature, history, and national identity. The ideals of the Liberation War—freedom, justice, democracy, and human dignity—continue to inspire literature and cultural expression in Bangladesh.

In an age of rapid technological advancement, poetry remains a timeless source of reflection, empathy, and ethical awareness. By encouraging young people to embrace literature while remaining rooted in their cultural heritage, we ensure that creativity and humanity continue to flourish.

May World Poetry Day 2026 inspire deeper appreciation for literature, strengthen cultural bonds, and promote peace, truth, and compassion. Sincere appreciation is extended to all organizers, participants, and well-wishers whose dedication has made this meaningful celebration possible. May the immortal spirit of poetry continue to enlighten minds and unite humanity.



নিতাই রায় চৌধুরী, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির চিন্তা, চেতনা এবং মানবিক পরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি। কবিতা সেই চেতনার গভীরতম শিল্পভাষা, যা মানুষকে সৌন্দর্য, সত্য ও মানবতার পথে অনুপ্রাণিত করে।

রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ এবং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে ২৩ জুলাই ২০২৬ইং তারিখে আয়োজিত বিশ্ব কবিতা দিবস-২০১৬ উপলক্ষে সকল আয়োজক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

প্রখ্যাত লোকসাহিত্য গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, শিক্ষার্থীদের জন্য লেখালেখির প্রতিযোগিতা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদানের মতো উদ্যোগ এ আয়োজনকে আরও অর্থবহ করেছে। এ ধরনের আয়োজন নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাহিত্যচর্চা, সৃজনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব কবিতা দিবস- ২০২৬ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ ও সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

নিতাই রায় চৌধুরী, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



আহমেদ আযম খান, এমপি
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের সকল কবি ও সাহিত্যপ্রেমী এবং সংস্কৃতিমনা মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, আর কবিতা সেই সংস্কৃতির সবচেয়ে সংবেদনশীল, শাশ্বত ও শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম। কবিতা মানুষের হৃদয়ে মানবতা, সৌন্দর্যবোধ, ন্যায়, সত্য ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে। একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম এবং স্বপ্নকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করে নিয়ে যেতে সাহিত্য ও কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ এবং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব কবিতা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসাহিত্য গবেষক, শিক্ষাবিদ ও জাতীয় অধ্যাপক ড. আশরাফ সিদ্দিকীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই আয়োজনকে উৎসর্গ করা হয়েছে– এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। একই সঙ্গে তরুণ প্রজন্মকে সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে লেখালেখির প্রতিযোগিতা, গুণীজনদের সম্মাননা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনার আয়োজন আমাদের জাতীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধারই বহিঃপ্রকাশ।

মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল ভিত্তি ছিল বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মানবিক মর্যাদা এবং স্বাধীন সত্তার আকাঙ্ক্ষা। তাই সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ উভয়ই একটি অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ।

আমি বিশ্বাস করি, এ ধরনের আয়োজন নতুন প্রজন্মের মধ্যে সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা যত বিস্তৃত হবে, আমাদের সমাজ ততই হবে আলোকিত, সহনশীল ও সমৃদ্ধ।

বিশ্ব কবিতা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সেই সঙ্গে এই মহতী উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল আয়োজক, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

আহমেদ আযম খান, এমপি
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



Message on the Occasion of World Poetry Day 2026

It gives me great pleasure to welcome you all to Southeast University on the occasion of World Poetry Day 2026, jointly organized by Writers' Web Bangladesh and Southeast University. Poetry has, since time immemorial, been the language through which humanity has voiced its joys, sorrows, hopes, and dreams. It refines our sensibilities and connects us to our shared human heritage.

Southeast University has always believed that true education extends beyond textbooks and classrooms. It is an education of the heart and mind alike. Partnering with Writers' Web Bangladesh to celebrate this occasion reflects our commitment to nurturing creativity and cultural awareness among our students, alongside academic excellence.

I extend my heartfelt appreciation to the School of Arts and Social Sciences for organizing this meaningful event, and to the Dean for his dedicated efforts as convener. I also thank the poets, scholars, and guests who have graced this occasion with their presence.

May this day inspire our students to embrace the beauty of language and the power of verse. I wish the programme every success.

Rezaul Karim
Chairman, Board of Trustees
Southeast University Trust



Message on the Occasion of World Poetry Day 2026

All praise be to the Almighty, whose infinite mercy and boundless blessings have enabled us to gather on the joyous and memorable occasion of World Poetry Day 2026 at Southeast University.

It is a matter of great pride and pleasure to celebrate this special day, which honors the timeless beauty, creativity, and transformative power of poetry. Poetry transcends boundaries, nurtures imagination, and gives voice to the deepest emotions and thoughts of humanity. In an academic environment, it plays a vital role in fostering critical thinking, cultural awareness, and aesthetic appreciation among our students.

At Southeast University, we remain committed to promoting literary excellence and encouraging creative expression alongside academic rigor. This celebration reflects our dedication to nurturing a vibrant intellectual and cultural community where young minds can explore and express their ideas freely.

I extend my heartfelt appreciation to the organizers, participants, and contributors who have made this event possible. I also congratulate all the poets and enthusiasts whose passion continues to enrich our literary landscape.

I hope this celebration will inspire our students to embrace the power of words and contribute meaningfully to society through creativity and compassion.

Wishing the event every success.

Prof Yusuf Mahbubul Islam, PhD
Vice Chancellor
Southeast University



Message on the Occasion of World Poetry Day 2026

It is a great privilege to be part of the joyous and memorable celebration of World Poetry Day 2026 at Southeast University.

This distinguished occasion highlights the enduring significance of poetry as a profound expression of human thought, emotion, and cultural heritage. Poetry transcends boundaries, fosters intellectual reflection, and cultivates a deeper appreciation of language, creativity, and identity. It continues to inspire minds and enrich societies across generations.

Southeast University remains steadfast in its commitment to fostering an academic environment where intellectual rigor is complemented by cultural and creative enrichment. This event exemplifies our dedication to promoting literary excellence and providing a platform for students and scholars to engage in meaningful artistic and intellectual discourse.

I extend my sincere appreciation to the organizers for their commendable efforts in arranging this event. I also convey my warmest congratulations to all participants and contributors whose enthusiasm and creativity have enriched this celebration.

I wish the program every success.

Prof. M. Mofazzal Hossain, PhD
Pro-Vice Chancellor
Southeast University



Message on the Occasion of World Poetry Day 2026

It is both an honour and a joy to welcome you to Southeast University on the occasion of World Poetry Day 2026, jointly organized by Writers' Web Bangladesh and Southeast University. As Dean of the School of Arts and Social Sciences, and as convener of this occasion, I take particular pride in bringing together, under one roof, the voices that keep the ancient art of verse alive in our modern world.

Poetry is the oldest companion of the human spirit. Long before prose gave shape to our thoughts, poetry gave breath to our emotions. It has carried the memory of civilizations, the grief of wars, the ecstasy of love, and the quiet wisdom of everyday life. In celebrating poetry today, we cherish that unbroken thread which binds one generation of thinkers to the next.

This year's programme is especially meaningful because it brings together a remarkable community of writers, scholars, students, and poetry enthusiasts from both Bangladesh and abroad. Participants from fifteen universities across the country, together with distinguished academics, literary personalities, and cultural figures, have joined us to celebrate the enduring relevance of poetry. We are equally delighted to welcome poets and literature lovers from nearly twenty countries who are participating virtually, making this celebration a truly international exchange of ideas and creativity.

This collaboration between Writers' Web Bangladesh and Southeast University stands as a testament to what shared purpose can achieve, uniting literary passion with academic vision. The School of Arts and Social Sciences has long strived to cultivate not only critical thought but also aesthetic sensitivity among our students, and this event embodies that endeavor. Through this collaboration, we hope to strengthen the connection between higher education and the wider literary community while creating opportunities for young people to engage with accomplished poets, scholars, and creative thinkers.

This year's observance is dedicated to the memory of the eminent folklorist Dr. Ashraf Siddiqui, whose lifelong contributions to the preservation of Bangladesh's cultural heritage continue to inspire scholars and readers alike. We are also delighted that Writers' Web

Bangladesh will recognize the literary achievements of poets Shishir Chakma and Ataul Gani Siddiqui, while paying special tribute to a heroic woman freedom fighter. The awards for the essay and poetry writing competitions further demonstrate our commitment to encouraging young writers to develop their creative potential and contribute to the literary landscape of our country.

I extend my sincere gratitude to the Board of Trustees for their unwavering support, to our partners at Writers' Web Bangladesh, and to everyone who has contributed to making this day possible.

May the verses recited here today linger long in your hearts, and may they remind us all that even in an age of noise, poetry still teaches us how to listen.

Prof. Mohammed Shamsul Hoque, Ph.D.
Dean, School of Arts and Social Sciences
Convener, World Poetry Day 2026



WRITERS' WEB
Bangladesh

শুভেচ্ছা বাণী

সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও মানবিক চেতনার অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি। কবিতা সেই চেতনাকে সৌন্দর্য, সত্য ও সৃজনশীলতার আলোয় উদ্ভাসিত করে।

রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশ-বিদেশের সৃজনশীল মানুষকে একটি অভিন্ন সাহিত্যিক বন্ধনে যুক্ত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে ২৩ জুলাই ২০২৬ আয়োজিত বিশ্ব কবিতা দিবস ২০২৬ আমাদের সাংগঠনিক অঙ্গীকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।

প্রখ্যাত লোকসাহিত্য গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, শিক্ষার্থীদের লেখালেখির প্রতিযোগিতা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননাড়এই আয়োজনকে আরও গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এ ধরনের উদ্যোগ নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাহিত্যচর্চা, সৃজনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সৃজনশীল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবেড়এই বিশ্বাস ব্যক্ত করছি।

বিশ্ব কবিতা দিবস ২০২৬-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ মহতী আয়োজনে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আব্বাস ফারুক
সভাপতি
রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ



WRITERS' WEB
Bangladesh

শুভেচ্ছা বাণী

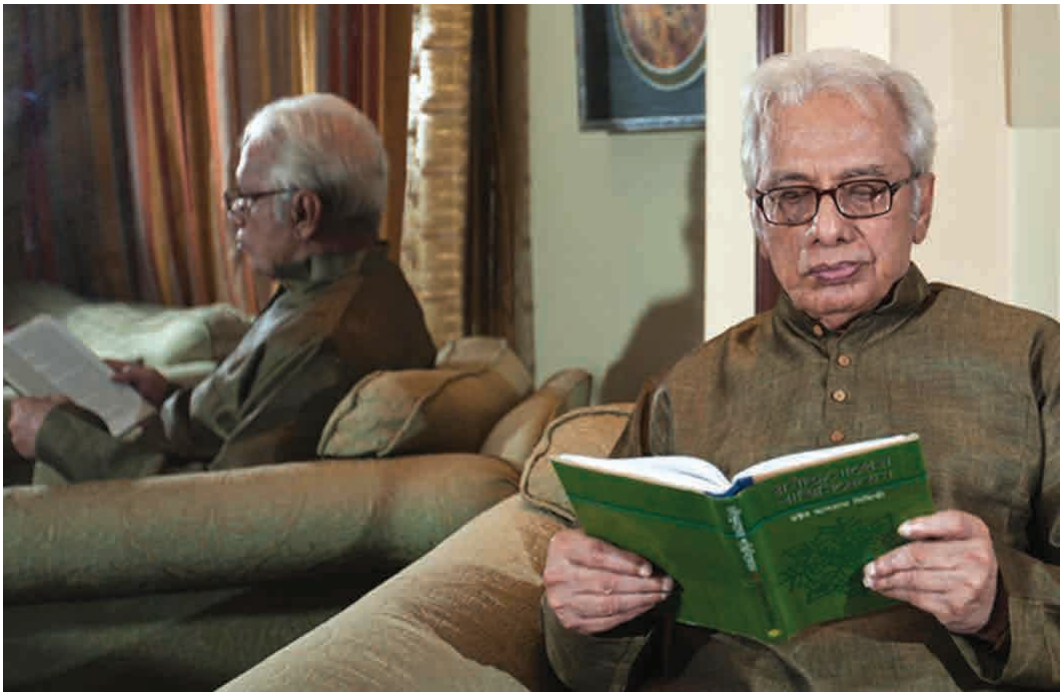
শব্দের শক্তি সীমান্ত অতিক্রম করে মানুষে মানুষে বিশ্বাস, সম্প্রীতি ও মানবিক সংযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। সেই চেতনাকে ধারণ করেই রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ ২০১৭ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার বিকাশে দেশ-বিদেশের লেখক, কবি ও সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন নির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় আয়োজিত বিশ্ব কবিতা দিবসু২০২৬ কেবল একটি আনুষ্ঠানিক আয়োজন নয়; এটি জ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকারের এক উজ্জ্বল প্রকাশ। বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন, নবীন লেখকদের উৎসাহ প্রদান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননার মধ্য দিয়ে এ আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে।

২৩ জুলাইয়ের এই দিনব্যাপী উৎসবে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য সংগঠন ও দেশ-বিদেশের কবি-সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে কবিতা পাঠ, আলোচনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সৃজনশীল বিনিময় এবং নানা সাহিত্যভিত্তিক আয়োজন। পাশাপাশি সৃজনশীল সাহিত্যচর্চায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দুইজন গুণী সৃজনশীল লেখককে সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করা হবে। এছাড়া একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বিশেষ সম্মাননা জানিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে।

আমাদের বিশ্বাস, এ ধরনের উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীল চিন্তা, মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করবে। বিশ্ব কবিতা দিবসু২০২৬-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি এবং এ আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, শুভানুধ্যায়ী ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

তালুকদার লাভলী
জেনারেল সেক্রেটারি
রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ



ড. আশরাফ সিদ্দিকীর জীবন ও সাহিত্যকর্ম

অধ্যাপক মোঃ আবদুল করিম মিঞা, পিএইচডি

ভূমিকা: ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম দুইজন বাঙালি ফোকলোর বিষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের দেশে ফোকলার চর্চায় আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। তাঁরা হলেন ড. আশরাফ সিদ্দিকী ও ড. মযহারুল ইসলাম। তাঁরা উভয়ে আধুনিক ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রপথিক।

জন্ম: ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-২০১৯) টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার নাগবাড়ি গ্রামে জন্ম গ্রহন করে। তাঁর বাবা আবদুস সাত্তার ছিলেন হোমিও চিকিৎসক। আর মা সমিরন নেছা ছিলেন স্বভাব কবি। মায়ের মুখে শোনা গল্প কাহিনী শিশু আশরাফকে আকৃষ্ট করে। যা পরবর্তীকালে আশরাফ সিদ্দিকীকে লোকসাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করতে উৎসাহ যোগায়।

শিক্ষা জীবন: ড. আশরাফ সিদ্দিকী সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত তার বাবার প্রতিষ্ঠিত রতনগঞ্জ মাইনর স্কুলে পড়েন। তারপর ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ভর্তি হন। এর কিছুদিন পর তিনি শন্তি নিকেতন পড়তে যান। ১৯৪৭ সালে শান্তিকেতনে পড়ার সময় দেশ ভাগ হলে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধীন সা'দত কলেজ হতে অনার্স সম্পন্ন ডিগ্রি করেন। ১৯৫০ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় বার এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় হতে।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় হতে Bengali Folklore Collections and Studies During The British Period (১৮০০-১৯৪৭) অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি তাঁর অভিসন্দভে© অবিভক্ত বাংলায় লোকসাহিত্য যেমন রুপকথা, উপকথা, লোকগান ও প্রবাদ সংগ্রহের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ গবেষক, মিশনারী এবং স্থানীয় সংগ্রাহকেরা কীভাবে বাংলার ফোকলোর চর্চাকে এগিয়ে নিয়েছিলেন, তা তিনি আন্তর্জাতিক ও আধুনিক ফোকলোর তত্ত্বের (টাইপ ও মোটিপ) আলোকে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এই গবেষণাকর্মটি পরবর্তীতে ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থ (primary text) হিসাবে মর্যাদা লাভ করে।

কর্মজীবন: ড. আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৫০ সালে টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্ম জীবন শুরু করেন। ১৯৫১ সালে প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন রাজশাহী সরকারি কলেজে। গবেষণার জন্য ঐ বছর ডেপুটেশনে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডেপুটেশন শেষে আবার রাজশাহী সরকারি কলেজে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ হতে ঢাকা কলেজে বদলী হয়ে আসেন। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ১৯৬৭ সালে পিএইচ.ডি. লাভ করে কিছুদিন আনন্দ মোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। একই বছর তিনি ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার এর প্রধান সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক পদে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারের প্রধান সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহন করেন। তারপর ১৯৮৩ সালে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এই কলেজে অধ্যক্ষ পদে থাকা অবস্থায় কর্মজীবন থেকে অবসর নেন।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি লোকবিজ্ঞানী, লোকসাহিত্য গবেষক, প্রাবন্ধিক, গল্প লেখক, শিশু সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, অনুবাদক, কবি এবং বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সে আলোচনা করতে পারি।

(ক) লোকসাহিত্য

'লোক সাহিত্য' (প্রথম খন্ড, ১৯৬৩): এই গ্রন্থে বাংলার মাটির শিকড় থেকে সংগৃহীত মৌখিক সাহিত্যের উপাদানগুলোকে সুনির্দিষ্ট ভাবে বিশ্লষণ করা হয়েছে। যেমন গ্রামীন সমাজে প্রচলিত শিক্ষনীয় লোককথা, কিস্‌সা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি। জারি, সারি ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, মারফতি বা মুরশিদী গান কীভাবে সাধারণ মানুষের মুখে দুঃখ বিরহ এবং আধ্যাত্মিক চেতনাকে সরস করে রেখেছে তা আলোচনা করেছেন।

'লোক সাহিত্য' (দ্বিতীয় LÛ): বাংলার লোকসাহিত্যের উপাদানগুলো কেবল আঞ্চলিক গন্ডির মধ্যে না রেখে আন্তর্জাতিক ও তুলনামূলক (Comparative Theory) আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বাঙালি সংস্কৃতির উৎস, ইতিহাসের গতিধারা এবং কাহিনীর ভাষা অনুসন্ধানের এক বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ দেখিয়েছেন। আমাদের সমাজে প্রচলিত রূপকথা, উপকথা ও প্রাচীন গূঢ় অর্থ ও প্রতীকী রূপ দিয়ে নতুন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

'কিংবদন্তীর বাংলা' (১৯৭৫): 'কিংবদন্তী' শব্দের অর্থ হলো জনশ্রুতি বা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী। লোকসমাজে যুগ যুগ ধরে যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত, ঐতিহাসিক বা কল্পনিক বীরত্বগাথা প্রচলিত ছিল লেখক সেগুলো এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। যেমন- নদী, মাজার, দীঘি, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি।

'বাংলাদেশের লোককাহিনী' (১৯৭৬): গ্রামীণ মৌখিক গল্প গাথার সংকলন গ্রন্থ। এ গল্প, লো মূলত নীতি শিক্ষামূলক। যেমন: টুনটুনি, শিয়াল ও কুমির, দুই কৃপন, গৃহস্থের সাত ছেলে ইত্যাদি।

'শুভ নববর্ষ' (১৯৭৭): ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ। বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবর্তন এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন- গ্রামীণ মেলা, হালখাতা, লোকজ খেলাধুলা ইত্যাদি।

'লোকায়ত বাংলা' (১৯৭৮): এই গ্রন্থটিও লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবিষয়ক প্রবন্ধ। এই গ্রন্থে নানাবিধ অনাচার, উৎসব এবং লোকজীবনের জীবন্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- নৌকা বাইচ, বিবাহ উৎসব, ঘাটুগান, পাট কাটার গান, নাইওর, ঈদ ও দুর্গোৎসব প্রভৃতি সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন।

'আবহমান বাংলা' (১৯৮৭): আধুনিক ও নগর সংস্কৃতির আগ্রাসনে গ্রামীণ জীবনধারা বদলে যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের মাঝেও আমাদের মৌলিক ঐতিহ্যগুলো টিকে আছে। যেমন- লোকবিশ্বাস, প্রবাদ প্রবচন, বাঁশ-বেতের শিল্প, নকশি কাথাসহ গ্রামের কুটির শিল্প। এগুলো যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য সংরক্ষণ করার উপর জোর দিয়েছেন।

'বাংলার মুখ' (১৯৯৯): এই গ্রন্থে গ্রাম বাংলার শাশ্বত রূপ তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ মেলা, পার্বন, লোকশিল্প এবং দৈনন্দিন জীবনে মিশে থাকা উৎসবগুলোর পেছনের ইতিহাস ও তার গুরুত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এই

গ্রন্থে জনশ্রুতি ও কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোকপাত করা হয়েছে।

'বাংলাদেশের রূপকথা' (১৯৯১): ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মায়ের মুখে শোনা সেই সুয়ো রাণী-দুয়ো রাণী রাক্ষস-খোক্কস, এবং ডালিম কুমারদের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশের রূপকথা' গ্রন্থটি রচনা করেন। আবহমানকাল ধরে প্রচলিত রূপকথা ও উপকথা শিশুদের উপযোগী করে তুলে ধরেছেন।

(খ) লোকসাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ

'Bengali Reddies From Oral Tration' (১৯৬১) : গ্রাম বাংলায় প্রচলিত ধাঁধাবিষয়ক গবেষনা গ্রন্থ।

Bengali Folklore Collections and Stadies (১৯৮০-১৯৪৭), ১৯৬৬: এই গ্রন্থটি ড. আশরাফ সিদ্দিকীর লোকঐতিহ্য ও গবেষণামূলক কাজের আন্তর্জাতিক মানের ইংরেজী প্রকাশনা। বাংলার ছড়া, প্রবাদ, লোকগীতি, লোকগাথাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রেণিকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

'Folklore Bangladesh' (১৯৭৬) : আন্তর্জাতিক মানের ইংরেজী প্রবন্ধ ও লোকগবেষনা মূলক গ্রন্থ। আমাদের লোকসংস্কৃতিকে বৈজ্ঞানিক ও প্রতিষ্ঠানিক উপায়ে বিশ্বদরবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য। লোকসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি আকর গ্রন্থ (Foundational Text).

'Tels From Bangladesh' (১৯৭৬) : আন্তর্জাতিক মানের ইংরেজী লোকগল্পের গ্রন্থ। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের লোকগল্প গুলো তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য।

'Our Folklore, Our Heritage' (১৯৭৭): আন্তর্জাতিক মানের লোকগবেষণামূলক প্রবন্ধ। বাংলাদেশের লোকসাহিত্য, গ্রামীন ঐতিহ্য, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, লোকগাথার উপর গবেষণামূলক ইংরেজি প্রবন্ধের সংকলন।

'চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস' (১৯৯১): গবেষণামূলক ও প্রবন্ধ গ্রন্থ। আবহমান গ্রাম বাংলার রূপ সংস্কৃতি প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেছেন।

'লৌকিক অলৌকিক' এই গ্রন্থে গ্রামীণ লোকসমাজের আচার বিশ্বাস তুলে ধরেছেন।

'এসব মূঢ় ম্লান মুখে': গ্রামের অবহেলিত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন।

(গ) কাব্য

'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫০): ড. আশরাফ সিদ্দিকীর প্রথম কালজয়ী প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে তালেব মাস্টার সপরিবারে আত্মহত্যা করে। সেই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে 'তালেব মাস্টার' কবিতাটি রচনা করেছেন।

'সাত ভাই চম্পা' (১৯৫৫): বাংলার লোককথা 'সাত ভাই চম্পা'র রূপক প্রতীকে কবি আধুনিক কবিতার ফ্রেমে নতুন রূপ দিয়েছেন।

'বিষকন্যা' (১৯৫৫): মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও মানব প্রেমের অভিনয় রূপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

'উত্তর আকাশের তারা' (১৯৫৮): লেখকের প্রবাস জীবনের স্মৃতি ও রোমান্টিক ভাবধারা কাব্যের বিষয়বস্তু।

'তিরিশ বসন্তের ফুল' (১৯৭৬): লেখকের ৩০ বছরের জীবনবোধ ও কাব্য সাধনার সেরা কবিতাগুলোর সংকলন।

'কুচবরন কন্যে' (১৯৭৬): গ্রামীণ লোকগাথা, লোকজ উপাদান, পল্লী রমনীর চিরায়ত রূপ তুলে ধরেছেন।

'বৃক্ষ দাও, ছায়া দাও' (১৯৮৪): লেখক এই গ্রন্থে প্রকৃতি প্রেম এবং মানুষের আশ্রয়হীন জীবনের কথা তুলে ধরেছেন।

'দাঁড়াও পথিকবর' (১৯৯০): গ্রন্থটি লেখকের পরিণত বয়সের রচনা। এই গ্রন্থে স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ ও হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে স্মরণ করা হয়েছে।

'সহস্র মুখের ভিড়ে'(১৯৯৭): এই গ্রন্থের কবিতাগুলোতে লেখকের স্ত্রী বিয়োগের স্মৃতিকারতা ফুটে ওঠেছে।

(ঘ) গল্প

'রাবেয়া আপা' (১৯৬৫): মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক বন্ধন, আবেগ ও তৎকালীন সামাজিক মনস্তত্ব এই গল্পের বিষয়বস্তু।

'গলির ধারের ছেলেটি'(১৯৮১): ড. আশরাফ সিদ্দিকীর একটি কালজয়ী ছোটগল্প। গল্পটি প্রকাশের পরই নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এ গল্প অবলম্বনে সুভাষ দত্ত 'ডুমুরের ফুল' নামক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই চলচ্চিত্রটি মস্কো আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে।

'শেষ নালিশ'(১৯৯২): একটি ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিংশ শতাব্দির সমাজ ব্যবস্থা ও নৈতিক অবক্ষয় তুলে ধরা হয়েছে।

(ঙ) উপন্যাস

'শেষকথা কে বলবে'(১৯৮০): লেখকের প্রথম উপন্যাস। বাঙালি সমাজের টানাপোড়ন এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

'আরশী নগর'(১৯৮৮): একটি সামাজিক উপন্যাস। মফস্বল জীবনের পটভূমিতে জীবন যাত্রার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

'গুণীন' (১৯৮৯)" গ্রামীণ জনপদের ওঝা, কবিরাজ, বা গুণীনদের জীবন, লোকবিশ্বাস এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

(চ) শিশুতোষ সাহিত্য

'যুগের কথা' (১৯৫৪): এই গ্রন্থে সাবলীল ভাষায় রূপক ও নীতি শিক্ষামূলক নানা গল্প কিশোর পাঠকদের জন্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

'মজার মজার অংকগুলো'(১৯৫৭): শিক্ষামূলক শিশুতোষ বই। শিশু ও কিশোরদের জন্য গনিতের ধাঁধা ও আনন্দদায়ক অংকের বই।

'সিংহের মামা ভোম্বল দাস'(১৯৫৯): ড. আশরাফ সিদ্দিকী ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন কালে রচনা করেন। গ্রন্থটি লেখককে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে। এই গ্রন্থটি জার্মান ভাষাসহ ১১টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটির বার্তা হলো, বল নয়, বুদ্ধিই বড়'।

'কাগজের নৌকা' (১৯৬২): শিশুতোষ ছড়ার বই। কাগজের নৌকা পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার যে চিরচেনা শৈশব এই বইটির ছড়া ও কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'ছড়ার মেলা' (১৯৬৪): গ্রামীণ সমাজে শিশুদের মুখে মুখে প্রচলিত ছড়াকে ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

'আমার দেশের রূপ কাহিনী'(১৯৬৪): এই গ্রন্থে গ্রাম বাংলার প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী রূপকথা ও লোককাহিনী শিশুদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে।

'বাণিজ্যেতে যাবো আমি'(১৯৭৭): একটি কালজয়ী কিশোর কবিতা। কবিতার নায়ক সিন্দাবাদের মতো বাণিজ্যে যেতে চায়। এবং অজানাকে জানতে চায়।

'রূপকথার রাজ্যে' (১৯৯১): এই গ্রন্থে বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোককাহিনী শিশুদের উপযোগ করে, তুলে ধরেছেন।

'চল যাই বই পড়ি': ছোটদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলাই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

'অসি বাজে ঝনঝন': লৌকিক যুদ্ধ ও বীরত্বের প্রেক্ষাপটে রচিত।

(ছ) স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ

ড. আশরাফ সিদ্দিকী সুদীর্ঘ জীবনে বেশ কিছু স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

'প্যারিস সুন্দরী (১৯৭৫): গ্রন্থটি লেখকের হৃদয় গ্রাহী ও প্রবাস জীবন বিষয়ক। প্যারিস শহরের চোখ ধাঁধানো রূপ, ইউরোপীয় জীবনধারা এবং সেখানকার সমাজচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন।

'স্মৃতির আয়নায়'(১৯৮৭): স্মৃতিচারণমূলক রচনা। ছাত্রজীবন, দেশভাগ, শৈশবের টুকরো স্মৃতি গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

'রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন': লেখক শান্তি নিকেতনে অধ্যায়ন ছাত্রজীবন কেমন কাটিয়েছেন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের চমৎকার বর্ননা দিয়েছেন।

'মনে পড়ে': লেখকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ।

'যাদের দেখেছি': লেখকের কর্মজীবন ও ব্যক্তি জীবনের স্মৃতিচারণমূলক জীবনধর্মী গ্রন্থ।

(জ) অনূদিত গ্রন্থ

'সাগর থেকে আনা'(১৯৫৭): বিশ্ব সাহিত্যে সৃষ্টিকে বাঙালি শিশু কিশোরদের উপযোগী করে লেখা গ্রন্থ।

'দুনিয়াটা হাতের মুঠোয়'(১৯৫৮): আমেরিকান শিশু সাহিত্যিক গঁহৎড়ষবধভ এর গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থটি শিশুদের চিন্তা ভাবনা বাড়াতে সাহায্য করবে।

'মহানুভব লিংকন'(১৯৫৮): জীবনীমূলক অনুবাদ গ্রন্থ। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনের জীবন সংগ্রাম ও তার মহানুভবতার কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত।

'এক যে ছিল সিংহ মশাই': বিশ্ব সাহিত্যের একটি বিখ্যাত শিশুতোষ গল্পের অনুবাদ।

'পিন্টুর দ্বিগিজয়': শিশুতোষ অনুবাদ গ্রন্থ।

(ঝ) সম্পাদিত গ্রন্থ

(ক) কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী

(খ) চট্রগ্রামের লোককাহিনী

(গ) **পূর্ববঙ্গ গীতিকা:** দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত। ড. আশরাফ সিদ্দিকী এই গ্রন্থের পুন: সম্পাদনা করেন।

(ঘ) মৈমনসিংহ গীতিকা(১৯২৩) দীনেশ সেন কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ। ড. আশরাফ সিদ্দিকী আধুনিক দৃষ্টিকোন থেকে পুনঃসম্পাদনা করেন।

(ঙ) Pakistani Folk Tales: Toontoony pie and others stories (1998) ড. আশরাফ সিদ্দিকী এবং মেরিলিন লার্চ যৌথভাবে সম্পাদনা করেন।

(চ) জমিদার দর্পন

(ঞ) পুরস্কার

সাহিত্য ও গবেষণা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বহু পুস্কার পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পুরস্কার হলো– বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৪), রিডার ডাইজেস্ট পুরস্কার , যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬৪), সাহিত্যে দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৮), পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৮), এবং স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৬)।

তথ্যসূত্র

১। শতবর্ষের সফল ব্যক্তি টাঙ্গাইল, ছায়ানীড়, ২০০৮

২। ড. আশরাফ সিদ্দিকীর জন্মদিন আজ- দৈনিক যুগান্তর, ১ মার্চ ২০১৪

৩। শুভ জন্মদিন ড. আশরাফ সিদ্দিকী- এগ্রি লাইফ ২৪.কম ১ মার্চ, ২০১৪

৪। যে আছে মাটির কাছাকাছি, দৈনিক সমকাল, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪

৫। লোকগবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী আর নেই, দৈনিক প্রথম, ২০ মার্চ ২০২০

৬। শাহরিয়ার সোহেল– ড. আশরাফ সিদ্দিকীর জীবন ও কর্ম, দৈনিক ইনকিলাব, ১ মে ২০২০।



Kabita
Department of English
Presidency University
Student ID Card: 0004056606

1st Winer

MY APOLOGY

I look at her old photo, man, it cuts me like a knife,
Before the world came in and took the light out of her life.

She trusted every promises, she was innocent and sweet,
She didn't know that hearts could be broken and sold on the street.

It makes me furious inside, it fills my blood with rage,
I want to rip the bars apart and smash this rotten cage.
But life became a battle, so I had to shift and change,
I grew some claws, I grew some teeth, I made myself look so strange!!

I built up walls of concrete just to protect what was left,
I locked the doors and hid inside this hollow, frozen chest.

But standing at the mirror now, the truth is finally clear—
I grew into the monster that she used to dread and fear.

I won the war. I made it out. I survived the bitter night.
But to defeat the villains... man, I killed her little light.
I'm sorry, little me. I'm the one who gave up your fight.



Jahanara Akter Nishi
BA Eng
American International University-Bangladesh
Student ID Card: 2355835-3

2nd Winer

O dear, can you feel

O dear, can you feel my voice in the silence?
My existence is riven by your absence in a thousand pains
Come and bite my flesh like a beast with violence
Tear my skin and flow into my fragile-trembling veins,
Where my aged blood cells drift onward in decay.
Turn to sulfur and ignite a storm of fire-spunks there,
So my blood cells maddened in exultant play.
And let youth rise within my crimson flow in a fierce flare
Drown me in frenzy and make me a roaring red sea,
Where the burning flame of tyranny drowns in my depths.
Even seize my deadened cerebral world and set me free,
Set me free from every trace of cowardice in breaths.

O Rebellion, roar loud, crush human timidity, dwell within us
And shatter this forlorn world's blood-soaked screaming chorus thus.



আবুতুরাব আহমেদ তানভীর
Electrical and Electronic Engineering
Southeast University
Student Id.: 2312510039

3rd Winer

ফিলিস্তিনের রোজনামচা

ক্ষমতার জোড়ে মিথ্যা রটাবে, কেড়ে নিবে আসন
আমরা সত্য বলতে গেলেই, বলবে করছি প্রহসন।
তোমরা যদি কাঁদাও মোদের, রক্ত ঝড়াও কবু
বিচার আমরা চাইবো সেদিন, ডাকবে যেদিন প্রভু।
তোমরা যদি বন্দি করো, বলবো কি আর তবে!
পাশার গুটিও পালটে যাবে, তোমরা কি আর রবে?
ফের দেখো হয় মিথ্যা বুলি, হলুদ মিডিয়াতে
খুন করে ঐ হাসছে পিশাচ, ফিলিস্তিনি দেখে।
ছোট্ট শিশু ফুল হাতে আর খেলতে পারলো কই?
ফোটার আগেই পড়লো ঝরে, সেই ভাবনাই রই।
মিথ্যার মুকুট মাথায় পড়ে, মুখে লাজুক হাসি
মারলে আমায়, দোষও চাপাও-এই তো হিপোক্রেসি।
আসমান ফেড়ে লিখবো এসব, মাজলুমেরই কথা
ধরবে চেপে মুখে কবার! মেলবো ফেনিল পাখা।



Md. Shazid Farhan Azadi
Department of English
United Interbational University
Student Id.: 2312510039

1st Winer

Dr. Ashraf Siddiqui: Preserving Oral Heritage, Establishing Folklore Scholarship, and Strengthening Bangladesh's Cultural Identity

Introduction

Every nation possesses two forms of history. One is preserved in official records, political documents, and literary texts; the other survives in the songs of farmers, the tales of village elders, the lullabies of mothers, the proverbs of ordinary people, and the rituals practiced across generations. While the former records events, the latter preserves the emotions, beliefs, values, and collective memory of a people. Yet oral traditions are inherently fragile. Without conscious preservation, they gradually disappear under the pressures of modernization, urbanization, and globalization. Recognizing this danger, Dr. Ashraf Siddiqui devoted his life to documenting, interpreting, and promoting the rich folk heritage of Bangladesh. More than a collector of folk materials, he emerged as one of the country's foremost scholars who transformed folklore into a respected academic discipline. This essay argues that Dr. Ashraf Siddiqui's enduring contribution to folklore research lies in his preservation of Bangladesh's oral heritage, his establishment of folklore as a rigorous field of scholarly inquiry, and his role in strengthening the nation's cultural identity for future generations.

Preserving a Vanishing Cultural Heritage

Before folklore gained academic recognition in Bangladesh, countless folk tales, songs, riddles, ballads, and proverbs existed only in oral form. These traditions flourished in villages, where they were transmitted from one generation to another through memory rather than writing. However, rapid industrialization, urban migration, formal education, and changing lifestyles increasingly weakened this chain of transmission. Without systematic documentation, an irreplaceable part of Bangladesh's cultural heritage risked being lost forever.

Dr. Ashraf Siddiqui understood that folklore was not merely a collection of entertaining stories but a living archive of the nation's civilization. Through extensive fieldwork and meticulous documentation, he collected diverse forms of folk literature from different regions of Bangladesh. His work preserved not only the texts themselves but also the social contexts in which they were performed and understood. Every proverb reflected rural wisdom; every folk song carried the emotions of ordinary people; every legend preserved local history and belief. By recording these traditions before they disappeared, Siddiqui transformed fragile oral memories into permanent cultural resources available to future generations.

His contribution therefore extended beyond preservation. He demonstrated that folklore is an indispensable source for understanding the everyday lives of people whose experiences are often absent from official historical records. In doing so, he expanded the very definition of historical evidence and cultural heritage.

Transforming Folklore into an Academic Discipline

Perhaps Dr. Siddiqui's greatest scholarly achievement was his role in establishing folklore as a legitimate field of academic research in Bangladesh. During the early stages of folklore studies, many regarded folk literature as simple rural entertainment rather than a subject worthy of serious scholarship. Siddiqui challenged this misconception through systematic research, critical analysis, and scholarly publications.

His books—including Folkloric Bangladesh, Lok Sahitya, and Bengali Folklore Collections and Studies—demonstrate that folklore can be examined using rigorous research methods. Rather than merely presenting collections of stories, he explored their origins, classifications, social functions, linguistic characteristics, and cultural meanings. His research drew connections between folklore and disciplines such as literature, anthropology, sociology, linguistics, and history, thereby placing folklore within a broader academic framework.

Equally significant was his insistence on authenticity. He emphasized the importance of collecting folklore directly from communities, preserving regional variations, and documenting performances within their original cultural settings. Such methodological discipline elevated folklore research from casual collection to systematic scholarship. As a result, his writings became foundational references for students, researchers, and teachers studying Bangladeshi folklore.

Building Institutions and Inspiring Future Scholarship

Dr. Siddiqui's influence extended far beyond his publications. As an educator and later as Director General of Bangla Academy, he played an important role in promoting research, publishing scholarly works, and encouraging the preservation of Bengali cultural traditions. His leadership demonstrated that safeguarding folklore requires institutions capable of

supporting long-term research rather than isolated individual efforts.

Through universities, cultural organizations, and Bangla Academy, he helped cultivate an environment in which folklore could flourish as an academic discipline. Many younger researchers benefited directly or indirectly from the foundation he established. His scholarship continues to guide contemporary studies on folk literature, oral traditions, and cultural history.

His career illustrates that the responsibility of a researcher extends beyond personal achievement. A true scholar creates opportunities for future generations to continue expanding knowledge. In this respect, Dr. Siddiqui served not only as a folklorist but also as a mentor to the academic development of folklore studies in Bangladesh.

Folklore as the Foundation of National Identity

The significance of Dr. Siddiqui's work becomes even clearer when viewed through the lens of national identity. Political boundaries alone cannot define a nation. Nations are equally sustained by shared memories, cultural practices, language, and inherited values. Folklore embodies these elements because it reflects how ordinary people understand life, morality, nature, faith, and community.

Following the independence of Bangladesh, preserving indigenous cultural heritage became particularly important in shaping national consciousness. Dr. Siddiqui's research demonstrated that the stories, songs, and traditions of rural communities deserved recognition as essential components of the country's identity. By preserving these traditions, he ensured that the voices of ordinary people became part of the nation's intellectual and cultural history.

Moreover, his work challenged the misconception that folklore belongs only to the past. Instead, he showed that folklore remains relevant because it continues to influence language, literature, performing arts, festivals, and collective memory. In an increasingly globalized world, where local cultures often face homogenization, his scholarship reminds us that preserving cultural diversity is not an act of nostalgia but an investment in the future.

A Critical Perspective on His Legacy

Although Dr. Ashraf Siddiqui made extraordinary contributions, his work should not be viewed as the completion of folklore research in Bangladesh. Rather, it established a strong foundation upon which future scholars must continue to build. Many regional traditions remain undocumented, while digital media and changing social practices continue to transform traditional forms of cultural expression.

The challenge today is not only to preserve folklore but also to reinterpret it for contemporary

audiences through digital archives, interdisciplinary research, and community participation. Siddiqui's scholarship therefore remains remarkably relevant because it provides both the intellectual framework and the methodological standards needed for future research.

Conclusion

The true measure of a scholar lies not merely in the number of books written but in the enduring influence of those ideas upon society. Dr. Ashraf Siddiqui fulfilled this standard with distinction. Through dedicated research, careful documentation, and visionary scholarship, he preserved Bangladesh's oral heritage at a time when it faced the risk of disappearance. By establishing folklore as a rigorous academic discipline, he demonstrated that the traditions of ordinary people deserve the same scholarly respect as written literature and political history. More importantly, he strengthened Bangladesh's cultural identity by ensuring that the nation's collective memory would remain accessible to future generations.

His legacy reminds us that folklore is not simply a record of the past; it is a living bridge between generations. As Bangladesh continues to modernize, the responsibility of protecting its cultural heritage becomes even more urgent. Future researchers may expand, reinterpret, and digitize the work that Dr. Ashraf Siddiqui began, but the foundation upon which they build will continue to bear his unmistakable imprint. For this reason, his contribution belongs not only to the history of folklore research but also to the continuing story of Bangladesh itself.

Selected References

1. Siddiqui, Ashraf. *Folkloric Bangladesh.* Bangla Academy.
2. Siddiqui, Ashraf. *Lok Sahitya.* Bangla Academy.
3. Siddiqui, Ashraf. *Bengali Folklore Collections and Studies.* Bangla Academy.
4. Bangla Academy. Publications and biographical materials on Dr. Ashraf Siddiqui.
5. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh. Entry on Dr. Ashraf Siddiqui.



ফারহানা আক্তার পায়েল
Department of English
Southeast University
Student ID Card: 0226603610-7

2nd Winer

জেন-জি যুগে কবিতার উপযোগিতা

"মানুষের জীবনে এমন কিছু অনুভূতি থাকে, যা সাধারণ ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না; কবিতা সেই নীরব অনুভূতির ভাষা।"

বর্তমান পৃথিবী প্রযুক্তির এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভার্চুয়াল বাস্তবতা এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা ও যোগাযোগের ধরনকে আমূল বদলে দিয়েছে। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে Generation Z (Gen-Z)– যারা ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে বেড়ে ওঠা প্রথম বৈশ্বিক প্রজন্ম। তাদের দৈনন্দিন জীবন স্মার্টফোন, অ্যালগরিদম এবং দ্রুতগতির তথ্যপ্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন এমন এক যুগে, যেখানে কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও মানুষের মনোযোগ ধরে রাখে, সেখানে কবিতার মতো ধীর, ভাবনানির্ভর শিল্পমাধ্যমের কি আর কোনো প্রয়োজন আছে?

প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর উত্তর আরও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে দ্রুততর করতে পারে, কিন্তু মানুষের অনুভূতি, কল্পনা, স্মৃতি, ভালোবাসা কিংবা প্রতিবাদের ভাষা সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ যতদিন স্বপ্ন দেখবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে কিংবা নিজের অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে বেড়াবে, ততদিন কবিতার প্রয়োজন ফুরাবে না। বরং প্রযুক্তিনির্ভর এই সময়ে কবিতা আমাদের মানবিক সত্তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য কখনো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইতিহাসের প্রতিটি বড় পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্য নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব (French Revolution) শুধু একটি রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না; এটি মানুষের চিন্তা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গতিপথও বদলে দিয়েছিল। Liberty, Equality and Fraternity — স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এই আদর্শ মানুষের মনে নতুন আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। সেই আবহ থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে Romantic Movement-এর উত্থান ঘটে। শিল্পবিপ্লবের যান্ত্রিকতা ও নগরজীবনের একঘেয়েমির বিরুদ্ধে রোমান্টিক কবিরা মানুষকে তার অনুভূতি, প্রকৃতি ও কল্পনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম প্রথমেই উচ্চারিত হয়। তিনি তাঁর Preface to Lyrical Ballads (১৮০২)-এ কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন —'Poetry is the spontaneous overflow of powerful

feelings.' অর্থাৎ, কবিতা হলো গভীর অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই সংজ্ঞা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। কারণ জেন-জি এমন এক সময়ে বসবাস করছে, যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনের সাজানো ও নিখুঁত দিকগুলোই বেশি তুলে ধরে। বাস্তব জীবনের হতাশা, একাকীত্ব কিংবা মানসিক ক্লান্তি প্রায়ই আড়ালেই থেকে যায়। এমন বাস্তবতায় কবিতা মানুষকে নিজের প্রকৃত অনুভূতির মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের Tintern Abbey wKsev Daffodils আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেবল নান্দনিক নয়; এটি মানসিক সুস্থতারও উৎস।

রোমান্টিক যুগের আরেক উজ্জ্বল কবি Percy Bysshe Shelley তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ A Defence of Poetry-এ কবিদের 'the unacknowledged legislators of the world' বলে অভিহিত করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কবিরা সংসদে আইন প্রণয়ন না করলেও মানুষের বিবেক, নৈতিকতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের ভিত নির্মাণ করেন। আজকের পৃথিবীতে যখন জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ, বৈষম্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলো বিশ্বজুড়ে আলোচিত, তখন শেলির এই ধারণা নতুন অর্থে ফিরে আসে। জেন-জি প্রজন্ম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে কেবল বিনোদনের জন্য নয়, সামাজিক সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহার করছে। কিন্তু একটি আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে শুধু তথ্য যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন অনুভূতির। কবিতা সেই অনুভূতির জন্ম দেয়।।

John Keats-এর দর্শনও আজকের প্রজন্মের জন্য গভীর তাৎপর্য বহন করে। তাঁর বিখ্যাত পতি—'Beauty is truth, truth beauty.'—শুধু নন্দনতত্ত্বের বক্তব্য নয়; এটি জীবনের এক গভীর উপলব্ধি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃত্রিম সৌন্দর্য, ফিল্টার এবং জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতার ভিড়ে কিটস আমাদের শেখান, সত্য ও সৌন্দর্য অবিচ্ছেদ্য। প্রকৃত সৌন্দর্য বাহ্যিক চাকচিক্যে নয়; মানুষের সততা, অনুভূতি এবং মানবিকতার মধ্যেই নিহিত ।

একইভাবে Lord Byron স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হয়ে ওঠেন। তিনি কেবল কবিতায় নয়, বাস্তব জীবনেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে কবিতা শুধু কল্পনার শিল্প নয়; এটি মানুষের কর্ম ও বিশ্বাসেরও উৎস হতে পারে। এই আদর্শ আজকের তরুণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জেন-জি কেবল পরিবর্তনের কথা বলতে চায় না; তারা সেই পরিবর্তনের অংশও হতে চায়।

রোমান্টিক কবিদের এই চিন্তাধারা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় কবিতা কখনো কেবল শব্দের অলংকার নয়। এটি মানুষের অন্তর্জগতের প্রতিফলন, সমাজ পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা এবং মানবিক মূল্যবোধের ধারক। প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, মানুষের হৃদয়ের এই গভীর জগৎকে স্পর্শ করার ক্ষমতা কবিতার মতো আর কোনো শিল্পমাধ্যমের নেই।

বাংলা সাহিত্যও একই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের মুক্তচিন্তা, মানবতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন। তাঁর চিত্ত যেথা ভয়শূন্যকবিতায় তিনি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, যেখানে মানুষ ভয় ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে সত্য ও জ্ঞানের পথে এগিয়ে যাবে। আজকের জেন-জি যখন ভুয়া তথ্য, ঘৃণার রাজনীতি এবং বিভাজনের বাস্তবতার মুখোমুখি, তখন রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিদ্রোহীকবিতার মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে ভাষা নির্মাণ করেছেন, তা আজও তরুণদের সাহস জোগায়। নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহ মানে ধ্বংস নয়; বরং অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বর্তমান সময়ে বৈষম্য, নিপীড়ন কিংবা সামাজিক অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে যে তরুণেরা কণ্ঠ উঁচু করে, তাদের চেতনায় নজরুলের বিদ্রোহী আত্মা আজও জীবন্ত।

এছাড়া জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর আত্মিক সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। দ্রুত নগরায়ন, পরিবেশ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে তাঁর কবিতা

আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। একইভাবে সুফিয়া কামাল মানবিকতা ও নারীর মর্যাদার কথা বলেছেন, আর শামসুর রাহমান স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কবিতার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

এসব কবির রচনা আমাদের একটি বিষয় শেখায় কবিতা কেবল অতীতের স্মৃতি নয়; এটি বর্তমানের দিকনির্দেশনা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও বহন করে। তাই জেন-জি যদি প্রযুক্তির পাশাপাশি সাহিত্য ও কবিতার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারে, তবে তারা কেবল দক্ষ প্রযুক্তিবিদ নয়, বরং আরও সংবেদনশীল, মানবিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

জেন-জি যুগে কবিতার উপযোগিতা (পার্ট-২)

জেন-জি প্রজন্মকে অনেকেই "ডিজিটাল নেটিভ" বলে অভিহিত করেন। তারা এমন এক পৃথিবীতে বেড়ে উঠেছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রবন্ধ লিখতে পারে, ছবি তৈরি করতে পারে, এমনকি কবিতার মতো লেখাও রচনা করতে পারে। ফলে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগেঙ্যখন যন্ত্রই কবিতা লিখতে পারে, তখন মানুষের লেখা কবিতার প্রয়োজন কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের সৃজনশীলতার প্রকৃতি বুঝতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিপুল তথ্য বিশ্লেষণ করে ভাষা তৈরি করতে পারে, কিন্তু মানুষের মতো অনুভব করতে পারে না। একটি শিশুর প্রথম হাসি, প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা, কিংবা স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের অভিজ্ঞতা– এসব অনুভূতি কোনো অ্যালগরিদমের নয়; এগুলো মানুষের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। কবিতা কেবল শব্দের বিন্যাস নয়, বরং অনুভূতির শিল্প। তাই প্রযুক্তি কবিতা তৈরির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কবিতার আত্মা হয়ে উঠতে পারে না। এখানেই মানুষের সৃজনশীলতার

স্বাতন্ত্র্য।

বর্তমান সময়ে কবিতা নতুন এক রূপে আমাদের সামনে এসেছে। একসময় কবিতা বই, সাহিত্যপত্র কিংবা মঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন Instagram Poetry, Spoken Word Poetry, Poetry Podcast, YouTube Recitation এবং ডিজিটাল সাহিত্য নতুন প্রজন্মের কাছে কবিতাকে সহজলভ্য করে তুলেছে। কানাডীয় কবি Rupi Kaur প্রমাণ করেছেন যে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অনুভূতিসমৃদ্ধ কবিতাও কোটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। অন্যদিকে, মার্কিন কবি Amanda Gorman তাঁর ঞযব ঐরষষ ডব ঈষরসন কবিতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, একটি কবিতা কীভাবে জাতীয় সংকটের মুহূর্তে আশা, ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভাষা হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ প্রযুক্তি কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং তার নতুন মঞ্চ।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়ড়জেন-জি প্রজন্ম ছোট ছোট ভিডিও দেখতে অভ্যস্ত হলেও তারা অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুকেও গ্রহণ করে, যদি সেটি হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কবিতার জনপ্রিয়তা তারই প্রমাণ। কয়েকটি পতিও কখনো হাজারো

মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। ফলে কবিতা তার প্রচলিত রূপ পরিবর্তন করলেও তার মূল শক্তিড়মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানোর ক্ষমতা– অপরিবর্তিত রয়েছে। জেন-জি যুগের আরেকটি বড় বাস্তবতা হলো মানসিক স্বাস্থ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, তরুণদের মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও মানসিক চাপ

উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রতিযোগিতা, ক্যারিয়ার নিয়ে অনিশ্চয়তা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুলনার সংস্কৃতি এবং একাকীত্ব অনেক তরুণকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তুলছে। এই প্রেক্ষাপটে কবিতা শুধু সাহিত্য নয়; এটি আত্ম-অন্বেষণেরও একটি পথ।

মনোবিজ্ঞানে Poetry Therapy বা কবিতাভিত্তিক থেরাপির ব্যবহার ধীরে ধীরে গুরুত্ব পাচ্ছে। কবিতা পড়া মানুষকে নিজের অনুভূতি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, আর কবিতা লেখা সেই অনুভূতিকে নিরাপদ ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশের সুযোগ দেয়। অনেক সময় যে কথা মুখে বলা যায় না, তা কয়েকটি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। তাই কবিতা শুধু নান্দনিকতার বিষয় নয়; এটি মানসিক সুস্থতারও সহায়ক।

বিশ্বসাহিত্যের আধুনিক কবিরাও এই মানবিক সত্যকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। Robert Frost তাঁর বিখ্যাত কবিতা The Road Not Taken -এ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিলতা ও দায়িত্বের কথা বলেছেন। জেন-জি প্রজন্ম যখন উচ্চশিক্ষা, পেশা কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের নানা মোড়ে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়, তখন ফ্রস্টের কবিতা তাদের মনে করিয়ে দেয় প্রতিটি সিদ্ধান্তই আমাদের জীবনের গল্পকে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়।

একইভাবে Maya Angelou-এর Still I Rise নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের অদম্য আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। বৈষম্য, বিদ্বেষ কিংবা ব্যর্থতা মানুষকে সাময়িকভাবে থামিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তার আত্মমর্যাদাকে ভেঙে দিতে পারে না– এই বিশ্বাসই তাঁর কবিতার মূল শক্তি। আজকের তরুণদের জন্য এই বার্তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা প্রতিনিয়ত সাফল্যের চাপ ও আত্মপরিচয়ের সংকটের মুখোমুখি হয় ।

Langston Hughes তাঁর কবিতায় এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে বর্ণ, শ্রেণি বা পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকবে না। তাঁর রচনাগুলো আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন কখনো পুরোনো হয় না। জেন-জি প্রজন্মের বৈশ্বিক নাগরিকত্ববোধ এবং মানবাধিকারের প্রতি সংবেদনশীলতার সঙ্গে এই ভাবনা গভীরভাবে সম্পর্কিত।

এই আলোচনার পর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ড়কবিতা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তার মৌলিক উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত থাকে। যুগে যুগে কবিতা মানুষের কণ্ঠে সাহস জুগিয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, প্রেমকে গভীরতা দিয়েছে এবং মানুষের ভেতরের সৌন্দর্যকে জাগিয়ে তুলেছে। প্রযুক্তি আমাদের তথ্য দিতে পারে, কিন্তু কবিতা আমাদের উপলব্ধি করতে শেখায়। প্রযুক্তি যোগাযোগ সহজ করে, কিন্তু কবিতা সম্পর্ককে অর্থবহ করে তোলে। প্রযুক্তি মানুষের কাজের গতি বাড়ায়, কিন্তু কবিতা মানুষকে নিজের ভেতরে ফিরে তাকাতে শেখায়। তবে কবিতার এই শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কবিতাকে কেবল পরীক্ষার বিষয় হিসেবে নয়, বরং সৃজনশীল চিন্তা ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনের একটি মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। কবিতা আবৃত্তি, সৃজনশীল লেখালেখি, ঝঢ়ড়শবহ ডড়ৎফ ঋবংঃরাধষ, সাহিত্যচর্চা এবং বইপাঠের সংস্কৃতি তরুণদের মধ্যে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। একই সঙ্গে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও মানসম্মত কবিতা প্রচারের উদ্যোগ বাড়ানো জরুরি, যাতে নতুন প্রজন্ম প্রযুক্তির ভিড়েও সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

উপসংহার

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সমাজ বদলেছে, রাজনীতি বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে; কিন্তু মানুষের হৃদয়ের মৌলিক অনুভূতি বদলায়নি। ফরাসি বিপ্লব মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়েছিল, রোমান্টিক কবিরা সেই স্বপ্নকে অনুভূতির ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন, আর আজকের জেন-জি সেই মানবিক চেতনাকে ডিজিটাল যুগে নতুনভাবে বহন

করছে। তাই কবিতা কোনো অতীতের স্মারক নয়; এটি ভবিষ্যতেরও দিশারি।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতাকে বলেছিলেন– "the spontaneous overflow of powerful feelings." দুই শতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে আজও সেই সংজ্ঞা সত্য। কারণ মানুষের হৃদয় যতদিন অনুভব করবে, ততদিন কবিতা তার ভাষা হয়ে থাকবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়তো আমাদের অনেক কাজ সহজ করে দেবে, কিন্তু মানুষের কান্না, ভালোবাসা, প্রতিবাদ, স্বপ্ন কিংবা আশাড় এসবের প্রকৃত অর্থ অনুভব করার ক্ষমতা কেবল মানুষেরই থাকবে। আর সেই মানবিকতার সবচেয়ে শিল্পিত ও গভীর প্রকাশের নামই কবিতা

অতএব, জেন-জি যুগে কবিতা কোনো বিলাসিতা নয়; এটি মানবিকতা রক্ষার এক অনিবার্য শক্তি। প্রযুক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে, কিন্তু কবিতা আমাদের সেই ভবিষ্যৎকে মানবিক, সুন্দর এবং অর্থবহ করে তুলবে।

তথ্যসূত্র (References)

১. Abrams, M. H., & Greenblatt, Stephen (eds.). The Norton Anthology of English Literature. W. W. Norton & Company.

২. Wordsworth, William. Preface to Lyrical Ballads (1802).

৩. Shelley, Percy Bysshe. A Defence of Poetry (1821).

৪. Keats, John. Ode on a Grecian Urn.

৫. Frost, Robert. The Road Not Taken.

৬. Angelou, Maya. Still I Rise.

৭. Hughes, Langston. Selected Poems.

৮. Gorman, Amanda. The Hill We Climb (2021).

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতাঞ্জলি

১০. কাজী নজরুল ইসলাম। সঞ্চিতা।

১১. World Health Organization (WHO). Mental Health of Adolescents.

১২. UNESCO. World Poetry Day.



Nandi Saha
Department of English
Daffodil International University
Student ID Card: 01847140184

3rd Winer

জেন-জি যুগে কবিতার উপযোগিতা : শব্দে মোড়ানো আত্মপরিচয়ের খোঁজে

"স্ক্রিনের নীল আলোয় জেগে থাকে অন্তহীন রাত,
নোটিফিকেশনের ঝড়ে হারিয়ে যায় নিজস্ব স্বর;
রিলসের যাযাবর আমরা, তবু গভীরে খুঁজি
কবিতার বুকে লুকানো বিষণ্ণ চোখের জল।"

১. ভূমিকা :

স্মার্টফোনের ওখঊউ স্ক্রিনের নীলাভ আলোয় আলোকিত একটি সাধারণ রাত। টিকটকের রিলস কিংবা ইনস্টাগ্রামের অবিরাম ফিড স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ একটি লাইন চোখে পড়ে, "আমি ভাঙা আয়নায় নিজেকে খুঁজে পাই না।'' মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এই ছোট্ট টেক্সট, স্ক্রিনের সামনে বসা তরুণকে থামিয়ে দেয়। স্ক্রলিং থেমে যায়, মনের ভেতরে এক অদ্ভুত নাড়া লাগে। এটাই আজকের জেন-জি প্রজন্মের বাস্তবতা।

আমরা আপাতদৃষ্টিতে অতি-দ্রুতগতির এক কৃত্রিম ডিজিটাল গোলকধাঁধায় বাস করছি, যেখানে মনোযোগের গড় আয়ু মাত্র ৮ সেকেন্ডেরও কম। তাৎক্ষণিক লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর ডোপামিনের ঝড়ে আমাদের জীবন চলছে। কিন্তু এই যান্ত্রিকতার আড়ালে রয়েছে গভীর অস্তিত্বের সংকট, একাকিত্ব এবং আত্মপরিচয়ের তীব্র খোঁজ। আর ঠিক এই সংকটের মুহূর্তে আমরা বারবার ফিরে যাই কবিতার কাছে।

"জেন-জি যুগে কবিতার উপযোগিতা"প্রথম শুনে এটি অনেকের কাছে প্যারাডক্স মনে হতে পারে। দ্রুতগতির ডিজিটাল যুগে ধীর, চিন্তাশীল ও গভীর শিল্প হিসেবে কবিতা কীভাবে প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে? কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এই ট্রানজিশনাল সময়ে কবিতা জেন-জি'র মানসিক অবদমন, আত্মপরিচয়ের কোয়ান্টাম ক্রাইসিস এবং সামাজিক প্রতিরোধের অন্যতম ধারালো হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এটি শুধু শব্দের সমাহার নয়, বরং আত্মার আয়না।

২. জেন-জি বাস্তবতা বনাম কবিতার নান্দনিকতা :

১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী জেন-জি প্রজন্ম বড় হয়েছে ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, হাইপার-কানেক্টিভিটি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (অও) সমান্তরালে। আমাদের জীবন হাইপার-অ্যাক্টিভ। তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টির অভ্যাস আমাদের এতটাই গ্রাস করেছে যে, ধীরে ধীরে কিছু উপভোগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এমন পরিবেশে কবিতা পড়া বা লেখা , যা সময়, মনোযোগ এবং আত্মনিমগ্নতা দাবি করে , অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিক এই অসামঞ্জস্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কবিতার পরম উপযোগিতা। এটি আমাদের অন্তহীন স্ক্রলিংয়ের মাঝে এক মুহূর্তের জন্য 'পজ' বাটন চাপতে বাধ্য করে। চারপাশের ডিজিটাল কোলাহল যখন মনকে টুকরো টুকরো করে দেয়, কবিতা তখন হয়ে ওঠে নিঝুম এক সাইবার-আশ্রয়।

সমসাময়িক এক তরুণ কবির লাইন এখানে প্রাসঙ্গিক:

"ইনবক্স জুড়ে শূন্যতা ভাসে, 'সিন'হয়ে পড়ে রয়,
হাসির আড়ালে লুকিয়ে রাখি অজস্র ভয়।
রিঅ্যাকশনের ভিড়েও যেখানে কাটে একাকী রাত,
কবিতার হাত ধরে তখন হয় নতুন সুপ্রভাত।"

কবিতা আমাদের শেখায় যে, গতি সবসময় অগ্রগতি নয়। কখনো কখনো ধীরতাই আমাদের সত্যিকারের নিজেকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

৩. মানসিক স্বাস্থ্য, থেরাপি ও নিরাময়ের মাধ্যম :

জেন-জি প্রজন্মের সবচেয়ে বড় অলিখিত সংকট হলো মানসিক স্বাস্থ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পূর্ববর্তী প্রজন্মের তুলনায় এই প্রজন্মে একাকিত্ব, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বেশি। সোশ্যাল মিডিয়ার তুলনামূলকতা, FOMO (Fear of Missing Out) এবং সর্বদা সংযুক্ত থাকার চাপ এর মূল কারণ।

এই মনস্তাত্ত্বিক সংকটে কবিতা একটি শক্তিশালী সেল্ফ-হিলিং টুল হয়ে উঠেছে। যখন জটিল অনুভূতিগুলো সাধারণ গদ্যে প্রকাশ করা যায় না, তখন কবিতার রূপক, উপমা ও ছন্দ সেই অনুভূতিকে সুন্দরভাবে ধারণ করে। জীবনানন্দ দাশের বিপন্নতা, রবীন্দ্রনাথের আত্মানুসন্ধান কিংবা আধুনিক কবিদের 'ঊীরংঃবহঃরধষ উৎবধফ' আমাদের নিজস্ব অবচেতনের প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে।

ইনস্টাগ্রামে # PoetryTherapy, #HealingPoetry, #MentalHealthPoetry-এর মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ এবং শেয়ার এর সাক্ষ্য দেয় যে, জেন-জি তাদের ক্ষতগুলো উপশম করতে কবিতার রিদমিক ভাইবকে ব্যবহার করছে। কবিতা এখানে ডাক্তার নয়, বরং সহযাত্রী।

৪. আত্মপরিচয়ের সংকট ও বহুমাত্রিকতা :

গ্লোবালাইজেশনের যুগে জেন-জি এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে আটকে আছেড় "আমি ঠিক কে?" বাঙালি সংস্কৃতির ধারক নাকি গ্লোবাল সিটিজেন? ঐতিহ্যপ্রেমী নাকি হাইপার-মডার্ন? এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস কবিতায় অসাধারণভাবে ধরা পড়ে। আজকের তরুণ কবিরা শুধু শুদ্ধ বাংলায় নয়, বরং বাংলা-ইংরেজির মিশ্রণে, কথ্য ভাষায় এবং কোড-সুইচিংয়ের মাধ্যমে নতুন কবিতার অবয়ব তৈরি করছেন। যেমন:

"ডিজিটাল রুটস, এনালগ মন,
আমরা তো এক অদ্ভুত জেনারেশন!
মেমোরিতে জমে থাকা শেকড়ের টান,
প্লেলিস্টে বাজুক আমাদেরই গান।"

কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, পরিচয় কখনো একরৈখিক নয়। এটি বহুমাত্রিক, ডাইনামিক এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল।

৫. সামাজিক রূপান্তর ও প্রতিরোধের হাতিয়ার :

২০২৪-এর জুলাই বিপ্লব থেকে শুরু করে বন্যা, নারী নিরাপত্তা, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, প্রতিটি আন্দোলনে জেন-জি কবিতাকে প্রথম সারির অস্ত্র বানিয়েছে। যে কথা দীর্ঘ প্রবন্ধে বোঝানো কঠিন, কবিতার দুটি তীক্ষ্ণ লাইন তা লাখো তরুণের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। দেওয়ালে গ্রাফিতি, ফেসবুক-এক্সে ভাইরাল শ্লোক, স্পোকেন ওয়ার্ড পারফরম্যান্স, সবকিছুতেই কবিতা সচেতন নাগরিক তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। এটি শুধু প্রতিরোধ নয়, বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর সাহসও।

৬. ডিজিটাল রেনেসাঁ, কবিতার নতুন রূপান্তর :

ডিজিটাল মাধ্যম কবিতাকে ধ্বংস করেনি, বরং মুক্ত করেছে। ইনস্টা-পোয়েট্রি (রুপি কৌরের মতো মিনিমালিস্টিক স্টাইল), স্পোকেন ওয়ার্ড, স্ল্যাম পোয়েট্রি, র‍্যাপ-হিপহপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কবিতা এবং এআইয়ের সাথে ফিউশন, সব মিলিয়ে কবিতা নতুন জন্ম নিচ্ছে। জেন-জি কবিতাকে বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনেছে মানুষের রেটিনায় এবং হৃদয়ে।

৭. শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও ভবিষ্যত :

প্রথাগত শিক্ষায় কবিতাকে প্রায়শই মুখস্থ করার বিষয় মনে করা হয়। কিন্তু জেন-জি'র কাছে এর উপযোগিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবিতা ল্যাটারাল থিংকিং, সৃজনশীলতা এবং সহানুভূতি বাড়ায়। এআইয়ের যুগে যেখানে তথ্য সহজলভ্য, সেখানে মানুষের টিকে থাকার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হবে তার সৃজনশীলতা। কবিতা ঠিক এই গুণকে লালন করে।

৮. উপসংহার :

জেন-জি যুগে কবিতা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং হাইপার-রিয়েল দুনিয়ায় টিকে থাকার অ্যান্টিডোট। এটি মানসিক স্বাস্থ্যের ডিফেন্স, সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার এবং আত্মাকে চেনার আয়না। গ্যাজেট আপগ্রেড হয়, অ্যালগরিদম বদলায়, কিন্তু মানুষের অন্তরের হাহাকার ও ভালোবাসার ভাষা চিরকালীন। আজকের জেন-জি কবিতাকে শুধু লাইব্রেরির ধুলোবালি মাখা তাক থেকে মুক্তই করেনি, বরং একে যুক্ত করেছে মেটাভার্স, এআই প্রম্পট আর স্পোকেন ওয়ার্ডের জীবন্ত মঞ্চে। কবিতা এখানে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ডিফেন্স মেকানিজম, সামাজিক রূপান্তরের ক্যাটালিস্ট এবং দিনশেষে নিজের আত্মাকে চেনার এক বিশ্বস্ত আয়না। তাই আসুন, আমরা নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব স্ল্যাং ও আবেগে কবিতাকে যাপন করি। "অ্যালগরিদম থমকে যাবে, সার্ভার হবে ডাউন, কবিতার রাজত্বে জেন-জি'র মাথায় থাকবে ক্রাউন।"



1973

Alexander Selimov [USA]

At nine the lights went out,
we fed the fire with dry corn cobs.

The smoke carried the sweet-rot of alycha.
Down from Shahdag, a warm wind—
sheep pens, the wet stones of the Samur.

Two shotgun blasts cracked the dark sky like a toast—
someone's son had come home from the army alive.

The children fell silent when the she-wolf's silhouette crossed the firelight.

Not silver, not the fangs tearing the smoke:
a gaunt, dusty creature with ribs like dried-up riverbeds,
eyes the color of the tea
my grandmother cooled on the windowsill.

The wolf stood just beyond the firelight,
watching the fat tail turning on the spit.

I could hear her breathing—slow, patient.
No one cried out, no one spoke a word.
Not in Lezgi, not in Russian.

Only the occasional soft splat of overripe mulberries
hitting the ground
and the click of claws on baked clay.

Then the she-wolf turned, tail low,
and slipped back
into the wormwood and redcurrant,
through a gap the night held open
just wide enough.

The coals crumbled to gray dust.
No one moved to take the meat from the fire.

Everyone stayed silent,
as if the she-wolf had carried the word for home
away with her.



Girl in a Floral Scarf!

Mehrangiz Talaiezadeh [Iran]

The morning sun has tangled all its threads of gold in her scarf,
And wove a blooming paradise of crimson and emerald in her scarf.
The hyperreal pencils traced each petal with a lover’s sigh,
To trap the gentle breeze of spring, forever still and bold in her scarf.
A secret language whispers from the folds of silk and quiet shade;
What ancient Persian mysteries and sacred truths are told in her scarf?
Her downcast eyes hold galaxies of silent, longing, unspoken love,
While autumn's final burning warmth is gathered and cradled in her scarf.
The fabric wraps around her youth, a shield of honor, grace, and art,
Where every stitch of Mehrangiz is worth a thousand fold in her scarf.
The moonlight pours its silver tears upon her night-black hair,
And paints a dream of ages past, both fleeting and declared in her scarf.
Each fold conceals a story of a love that never dared to speak,
Yet all the universe can read the poem written there in her scarf.



I will stay

Praise Mk Nkhoma [Malawi]

I will stay.
Even if the moon remains untouched
and the stars keep their distance,
I never needed them to light my way to you.
I will stay.
Even if your voice fades into quiet sighs
and the ink of our memories turns pale,
I'll still trace every line with my soul.
I will stay.
Because your bare heart
is worth more than galaxies,
and loving you is the only promise I have ever made to myself.



No Day for the Earth

Shahid Abbas [Pakistan]

We chose a day for her
as if she waits for names,
as if care can be dated.
We said the right things.
Soft words,
carefully placed
like flowers that never touch the ground.
Still,
some hearts
quiet, stubborn
keep a small light alive
and call it hope.
She does not live in days.
She moves in slower truths
in mountains that do not speak,
in rivers that carry more than water,
in trees
that remember
even when we forget.
It reaches the mind
this knowing.
But somewhere before the heart,
it falls.
We breathe because she lets us.
We live
and still take.
There is something wrong in us:
to lean on what holds us
and call it weight.
One day,
we will lie in her again
without voice, without claim.
And she will take us back
the way she always has.
No questions.
Beneath her,
there is no difference.
No names survive there.
She gave without asking.
Forests.
Water.
Sky.
Enough.
And we keep undoing it
slowly,
as if nothing breaks at once.
We ask,
what will it change?
But things do not end loudly.
They leave
piece by piece.
A tree gone.
A river less.
Air
a little harder to hold.
Until one day,
it is not the same world.
She will remain.
She has time.
We do not.
So this is not for her.
It is for us
if we still want to stay.



Indulge

Dr. Christine Chen [New Zealand]

I am indulged to seeds that won't sprout,
branches that don't bloom, trees that bear no fruit,
and those who refuse to receive awards under the spotlight.

I am indulged to their unexpectedness,
the rose, growing only thorns and leaves,
yellow-green in lonely defiance,
with no sign of its beauty.

I am indulged to their reverse scales, escaping
the six cycles of reincarnation,
the cost of pride: either carefree freedom,
or dying with no place to bury,
doomed to eternal damnation.



TREES DANCE AND SIN

Metin YILDIRIM [Türkiye]

Rejoice, the trees will be happy
When they see their owners with them
The wind blows, when the sun shines
Trees dance and sing

How nice it is to live together with trees
We need trees, and trees need us
Sometimes we dive into the shadow of the trees
We sing ghazals to the past

Pines, palm trees, all kinds of trees
Nightingales and delicate birds sing on the branches
Sky-piercing trees beautify nature
Trees dance and sing

The winds blow, the trees roar
Humming, noises, strange sounds
The collision of trees and forests is remarkable
When the storm breaks; Branches break, beautiful birds run away



My Love!

Hamid Nazarkhah Alisaraei [Iran]

Your eyes are like a wild rose.
Your eyes are the song of love stories.
Still, in the streets of the city,
I hear the sound of your footsteps.
Every day I go to the streets.
I make an appointment with myself
At three o'clock in the afternoon,
According to the time of your smile...

My Love!

You are the sunset moon of my eyes.
You are the bride of my poems.
You are the homeland of my poems.

My Love!

Come soon,
For because of my love for you,
I will be hanged.

My Love!

I am sorrowful.
I am wearing a black shirt,
And I weep over my own corpse
When you are not
Beside me.

Poem of Talukdar Lovely
Translated by
Hamid Nazarkhah Alisaraei
Poet of Iran



Ode to the peace hero

Dimitris P. Kraniotis [Greece]

You were born once
For a thousand revolutions
You died once
With a thousand resurrections
You enlightened eternal ideals
Into chests full of dreams
You blew poets' words
Into harmonious winds
You got hurt by faceless wounds
And slapped injustices
You fought for freedom
And won for peace

Dr. Dimitris P. Kraniotis

Medical Doctor and Poet, Doctor of Literature, Academician, President of 22nd World Congress of Poets (Greece 2011), Founder & Editor of World Poets Magazine, Founder & President of World Poets Society (WPS), Founder & Director of Mediterranean Poetry Festival (Larissa, Greece), Chairman of Writers for Peace Committee of PEN Greece, etc



Poet and Poetry

Chandra Gurung [Nepal]

The poet was working on a new poem.
In it,
There was the sky
The rain
The flowers
The butterflies
The clouds
And many others.

To the rain that breaks down
Every now and then
The poet showed the seamless firmament
At which the rain started crooning a sweet song
In an enrapturing voice.

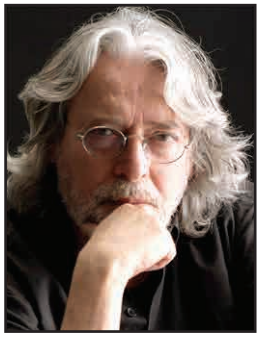
The poet relayed the drizzling song of the rain
To the despondent flowers;
The flowers started swaying gaily.

The poet borrowed colors from the flowers
And sprinkled them all over a butterfly;
The butterfly started fluttering all around
In its spry flight

The poet filled the clouds
With the tantalizing flutter of the butterflies;
The clouds set out on a free flight

The poet hung the dappled clouds
Down the roof of the sky;
The sky looked spectacular

Thus, the poet has joined
The sky and the rain
The rain and the flowers
The flowers and the butterfly
The butterfly and the clouds
And the clouds and the sky
In the same way
The poet permeated love among many.



Take refuge

Luís Filipe Sarmento [Portugal]

Take refuge in your conscience, without crosses or crescents,
without barbed wire or walls, without thorns or hatred; and soon you will recognise
among the crowds of wanderers who pass through your memory
your ancestors who came from afar and brought you into being here.
Where do you come from? To which primordial cave do you belong? What tongues
sail the seas and rivers of your blood? How many gods
have you worshipped, praying and hoping that the future would not be this present?
Where are the divine answers?
Take refuge in your conscience, without the fear that the priests
of occult power seek to impose upon you, nor the anguish of a shattered dream.
Observe the renewal of the sea, the regeneration of the planet
with every unconscious attack by the madmen, and soon you will see
the power of the very core of this magnificent globe
as if it were a mind that believes the possibility
of defeat is the impossibility of life, and brings back to life
in all its splendour the colourful map of what we truly are:
take refuge in your conscience as the host of the future
and do not fear the gods; let those who are divine sort things out amongst themselves
far from this earth, and open the doors of your humble hovel
as if it were a palace against death
and against the Babel-like image of the end.



Scribbles on a weary body

Ibrahim Yassin [Egyptian]

There, behind the wetter window
the archive licks its own wound—
a tongue refusing disclosure

not silence—
a slow rising of a hot voice
spinning in a broken hula hoop
thrown into the mind of God

calling you out
from the sterile geometry of thought

in that esoteric air
where images wither
before they learn their names
I kept walking—

like a hula hoop returning
to the wrists of forgotten streets
collecting faces from the sidewalks

men and women
holding their lives—
uncombed fire

their memories
overripe and trembling
falling through Language
in a half-spoken war

And we—
wrapped in the folds of time
unborn
with hands that never held a knife

a mole in the hush of things
a shelter for what refuses extinction

a lullaby breaking
on the edge of dawn—

scribbles without a name
a pressure in the marrow of blue

where the moon opens its tired eye
and finds nothing to forgive

Language overheats the night

It deepens
like the earth tasting itself
for the first time

black cherries spill from silence
mulberries darkening
the ribs of light

and rivers milked
from red memories

spice, smoke, trembling salt
a body turning itself into ritual
a holy blaze

this is what we become
when Language stops pretending



If Life Were A Poem

Emmanuel Chimezie [Nigeria]

If life were a poem,
Her stanza would be a standard,
Her rhyme would be a clime,
Her rhythm a prism.
If life were a poem,
I would buy it before saying goodbye.
I would bid my friends to follow her trend,
And balm her calm to embalm my maimed time.

If life were a poem,
I would swim in swift flash,
Hold her when it is cold,
Embrace her when it is hot.
I would kiss her past feelings into my future.

If life were a poem,
I would die without a lie.
I would sleep before I slip,
Writing the right from the wrong,
Tracing my wrongs through the throng.
Oh, life, life, you are a clime so rife to mind.



ডিল

প্রাণজি বসাক [ভারত]

প্রস্তাব এসে ঝুলে আছে দেয়াল ঘড়ির মত
হাওয়া এসে নতুন করে বলে গেল– তথাস্তু
অবশেষে ঘটনা থেকে উলম্ব রেখা টানটান
যদি যাও তাদের কাছে গোপন থাকবে স্খলন
এই একটা ডিল সামলাতে পারলে না লোভ

মেঘ ঘনীভূত হলে বৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা প্রচুর
মেঘেরা কানাকানি করে সম্মিলিত সই ওড়ায়
ক্ষেত্রবিশেষে আনফেয়ার বলে কিছুই হয় না
সাদা মেঘের ওড়াউড়ি বৃষ্টি হয় কালো মেঘে
টানটান উলম্ব রেখা অবশেষে ঘটনা ঘটবেই



Silent Bench

Sajid Hussain from [Pakistan]

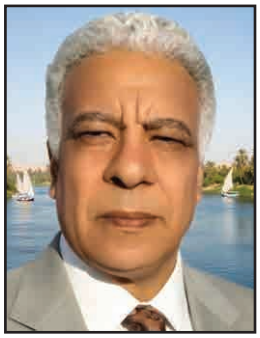
On the deserted bench the weight of absence gathers,
The figure leans inward absorbed by his own silence.
The hood obscures the contours of a face,
Yet the posture discloses an entire history of weariness.

The trees skeletal in their vigil,
Stand as mute witnesses to this interior exile.
The pavement glistens with the residue of rain,
As if the earth itself participates in lament.

The emptiness surrounding him,
Is not merely spatial, but existential,
It presses forward a tangible density,
Demanding recognition of what remains unseen.

In this stillness sorrow becomes architecture,
A structure rises from shadows,
Forged through silence and endurance.

[Dr. Sajid Hussain (Pakistan) is an internationally recognized English-language poet, educator, master trainer, literary promoter, and homeopathic doctor. He serves as a Senior Chemistry Teacher under the Federal Directorate of Education, Islamabad, and is the President of CIESART Headquarters Pakistan.]



Probability

Abdel Latif Moubarak [Missor]
Famous Author

The wheat stalks breathe you in,
Braid your letters for the evenings.
And stir your songs the day they met
Upon his face, the silence... the flock of stillness.
Depart to where we began our journey,
Indeed, the streams hold but fragments.
To a time squandered,
Forgive my death when I choose you,
To the mercy of the devout, in protest,
To the dwelling of the wound,
The distance of desolation.
And your endurance was to borrow
From the star, the day of collapse's rituals.
Within you, the debasement of poems eludes,
Towards the sunrise.
And you quiet above some plains
The languages of apprehension,
In your sailing times.
You soothe the blaze of solitude... cities,
And pour into the eye the tears of reunion,
Branches from the beginning we were,
For the land of severance.
We carry to it the beseeching letters,
To write in love,
The beloved's spinning song.
And you still swear by the earthquake,
So as to prepare a new homeland,
Which the questions lost in their lament,
And the impossible bolted its gates
With bursts of time that began to depart.
You never left the harvests of remembrance,
That we were quenching.
With your silence, visions will not overflow
The boundaries of emptiness.
And we...
Are in vain.



মানুষ ও নদী

শরীফুল আলম [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র]

অপ্রয়োজনীয় বিশ্বাস
তা কেবলই মৃত অভ্যাসের মত
সেখানে পুরনো প্রবাহ থাকেনা
অভ্যন্তরীণ চাপের ফলে
সেখানে নতুন কোন স্মৃতিও তৈরী হয়না
যাকে উপপাদ্যের উপক্রমণিকাও বলা যেতে পারে,
এই যেমন ধরুন
প্রজাপতির ঘাড়ে হিমালয়
কিম্বা-নক্ষত্রের শেষ আলোকবর্ষ,
নিউটনের আপেলসূত্র এখানে অচল
আইনস্টাইনও সময়ের কাছে এখানে অসহায়
ওজন আর ভর যেখানে সমার্থক নয়
সংখ্যাও এখানে ক্লান্ত হয় অভিঘাতে।
ভালোবাসা আমার শিরায় জন্মায়
জীবনের ক্যালসিয়াম জমে অসমাপ্ত জলের দাগে
আবার জলের থাকে অনন্ত অভিযাত্রা
আকাশেরও থাকে প্রতিবিম্ব
দিগন্তজোড়া মুক্তির কারণ,
স্থবিরতায় শ্যাওলা জমে
প্রবাহে থাকে জীবন
সূর্যের তাপে মেঘ, মানুষে স্বপ্ন জাগায়
নদী ও সাগর জানে কোমলতা কাকে বলে
তাই সে চলার পথে পাথরের সাথে করে সহবাস
গড়ে তোলে উর্বর মানচিত্র
কেউ বলে এটাই সত্য
আবার কেউ বলে এটা কাল্পনিক।



মহাপথ

সুনিল মাঝি [ভারত]

কবি ও প্রাবন্ধিক

পথটার নাম রবীন্দ্রনাথ।
ধুলোমাটির এক রাস্তা হয়ে ওঠে একতারা-বাউল।
সংগীতের মতো এক মন্ত্র গায়ক হয়ে উঠতেই
পক্ষীকূল গাছ থেকে নেমে আসে।
বৃক্ষপুষ্প ভেসে ভেসে লুটিয়ে পড়ে ধরিত্রীর বুকে।
নদীর ওপারে ছিল যারাড় তারা বাতাসের গন্ধে
ভাসিয়ে দেয় আলোর পরাগ রেণু বা রৌদ্রগন্ধ।
মাতাল তরণী নদীর বুকে নাচে,
মানুষের নবকলেবরে আমরাও পরস্পরকে জড়িয়ে নৃত্য করি।
পথের এক প্রান্তে সূর্যোদয়, অন্য প্রান্তে সূর্যাস্ত।
পথের এ প্রান্ত ব্রহ্মনদ, ও প্রান্ত মহামানবের সাগরতীর।
সেতুর মতো মানুষটি মহাপথের নিশান ওড়ায়।



Truth

What scares more than death;
What scorches memory like a hearth;

What circumvents all education;
What becomes a toy of prosecution;

What is manipulated for evil to thrive;
What all know, yet refuse to believe;

Is Truth.

- Vasanthan R

Dr. R. Vasanthan Bio

Dr. R. Vasanthan is an Associate Professor in the Department of English, Nagaland University, India. He is an academic, researcher, and educator with a strong commitment to interdisciplinary scholarship, innovative pedagogy, and contemporary research in the humanities and education. His academic work reflects a continuous engagement with emerging trends in literary studies, educational technology, artificial intelligence, and curriculum development. He actively explores the intersection of literature, digital culture, and technology-driven learning practices to create meaningful educational and research outcomes.



The Blessed Beloved

By Priyanka Banerjee

My nostalgic nights are still waiting for the perturbed dawn that awakens the sun.
There is a hidden fountain that flows within silently.
Eve was not born for Adam but for the upheaval that ripped the earth apart.
Let him enter into the womb of the earth and taste nectar, venom and smell fragrance of haughty air.
Love denies the insolent soul's love for flesh, veins—
Quintessential moments of agony give birth to a century of silences, ecstatic joy, pleasures.
There is so much of pain into the bosom of the horizon.
The melting moon rays sing the saga of love defying the trembling lips' melancholic kiss!
The golden apples hang from the bough of the heaven—
None fails to comprehend the distant island's cravings for blue rain.
Is blue the colour of love?
You never answered back and I chose not to be the heaven's blessed beloved.

Priyanka Banerjee Bio:

Priyanka Banerjee is a bilingual poet and academic from Kolkata, India, whose internationally published work has earned prestigious literary honors, including the WIP Poet of 2022 recognition.



Rhythm of the Lotus

Gauranga Mohanta

I snatched a compass of desire from the riverside jasmine buds, and entered the classroom where a teacher was intently engaged in their lecture. I know someone who lingers in the classroom after the teacher and students have left. While sitting on the lush lawn of the British Council one day, we imbued the roots of the grass with the essence of poetry. Her white kurta became entangled in the breeze all of a sudden, while lotus blossoms pulsated on Danae's breasts in Alexandre-Jacques Chantron's art. Before the golden rain began to fall, I could feel that a surfeit of excitement dampened my joy.

পরিচিতি :

কবি ড. গৌরাঙ্গ মোহান্ত, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ



আবির মাখা সন্ধ্যায়

বিপ্লব রায়

মনমোহন আবির মাখা রঙে রঙিন সন্ধ্যা,
স্বপ্ন থামে আকাশ জুড়ে মিটিয়ে সব বন্ধা।
গোধূলি শেষ মেঘলা কোণে রঙের ওঠে ঢেউ যে,
নীরব চোখে হৃদয় ভিজে তাকিয়ে রয় কেউ যে।

মাঠ পেরিয়ে নামলো সাঁঝের মায়াবী এই আলো,
মেঘ বালিকা তুলোর মতো ইশারা দেয় ভালো।
চুপটি করে এক কোণাতে বসে আছে চেয়ে,
ক্লান্তি হারায় দিন শেষে আজ সন্ধ্যা আসে ধেয়ে।

ম্যাজিক যেন আবির রঙে রঙের খেলা সারা,
আকাশ জুড়ে অনুরাগে সন্ধ্যা যে পথহারা।
পায়েল কোথায়? মায়াবী তার চোখ দুটোতে ছায়া,
মেঘবতী সেই নারীর মতোই শান্ত সে এক মায়া।

নগর পেছনে ফেলে এলো নিঃশব্দ সেই গান,
আলোছায়ায় হারিয়ে গেছে মায়াবী এক নাম।
এই রঙে রয় কিশোর বেলার চপল অপেক্ষা যে,
অষ্টাদশীর প্রতীক্ষা আজ আকাশ জুড়ে বাজে।



শঙ্খ নদীতীরে

শফিক ইমতিয়াজ

জন্মমাটি ত্রিবেণীর শ্যামল শঙ্খ নদীটি
আমি শ্মশানঘাটায় নিরুত্তাপ বসে থাকা নবিশ ঈশ্বর।

নদীবুকে জৈব অমানিশা
নুহের প্লাবন অতঃপর শুক্লপক্ষ একাদশী
সুদূরে চিত্রানক্ষত্র–

এমন চমক রজনীতে মরুসাগরের তীরে
শুনেছি ধীবর সম্প্রদায় বুক বেঁধে আসে
সুধীর অপেক্ষা শেষে জলে নামে একান্ত বিহারে
তাদেরই অবাক জালে অধর ধরা; মীন মানিকেরা!

এভাবে মানুষ হয় কি ঈশ্বর– স্নাতক ও স্নাতকোত্তর?
জলে জ্বলে গেলে, শুনেছি ঈশ্বর তার সনদ হারায়!

পরিচিতি :
অধ্যাপক ড. ফিক ইমতিয়াজ
কবি, ছড়াকার, গীতিকার।



পাহাড়ের ফুল

ঊষাতন চাকমা

প্রতিদিন অগোচরে ঝরে পড়ে পাহাড়ের ফুল
হারিয়ে যায় কত শত গল্প ও কবিতা,
প্রেমে ও দ্রোহে ঐতিহ্যের বর্ণালী শোভা নিঃশেষ হয়ে যায়
আমার বসতভূমি এই পাহাড় ও শস্যক্ষেত্র জুমে।

এখানে জুমের শস্যভান্ডার ফুরিয়ে আসে
ঝর্ণার পানি গায় বিরহের গান
কলমের কালি লিখে যায় বেদনার গাথা
আমার যাওয়ার নেই কোনো ঠিকানা।

আমি জ্বলতে জ্বলতে অন্ধকারে আলো ছড়াই
আমি পুড়তে পুড়তে অঙ্গার হয়ে হই ছাই।

এভাবেই একদিন উর্বর হবে মানুষের মগজ
আবার ফুটবে পাহাড়ের ফুল
এখানে একদিন রচিত হবে মহাকাব্য
এখানেই জন্ম নেবে ওডিসিয়াস।



সীমানাহীন শব্দমালা

এ এম মাছুম

শব্দের কোনো সীমান্ত নেই, নেই তো কোনো দেশ,
লেখনীর টানে মুছে যায় আজ ভেদাভেদের রেশ।
বহু দেশ ও বিদ্যাপীঠ যেখানে মিলেছে এক সুরে,
সেথা তারুণ্যের জয়গান গায় সীমানা পেরিয়ে দূরে।
ইংরেজি ভাষা ও প্রজ্ঞার আলো ছড়ায় যে প্রাঙ্গণ,
সেথা সাউথইস্টের মেধার দ্যুতিতে রঙিন এই অঙ্গন।
রাইটার্স ওয়েবের দূরদর্শী এই মেলবন্ধনের টানে,
বিশ্বমঞ্চে ফুটুক শব্দ নতুন– শুদ্ধ গানে।
এই স্মরণিকা সাক্ষী থাকুক অটুট বন্ধুতার,
কলমের জোরে জয় হোক আজ মুক্ত চিন্তার।

পরিচিতি :
এ এম মাছুম
নির্বাহী সদস্য, রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ।
ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, ইংরেজি বিভাগ, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি।
চেয়ারম্যান, এইমস গ্রুপ।



আইনের দেবীকে

ব্যারিস্টার সাদিয়া আরমান

হাতে আলু মাপার পাল্লা নিয়া
কই চললা আইনের দেবী?
এক হাঁটু ভাইঙ্গা সামনের দিকে যায়
দৌড়ের উপর যে রইস
বোঝাচ্ছো ভঙ্গিমায়
চোখে আবার পট্টি দিছো
আছাড় খাবা নাতো?
ঈদগাহ তন এনেক্স ভবনের পথ যে
প্রায় এক মাইলের মতন?

বাম হাতে ধইরা, মাটিতে ঝুলাইয়া
তরোয়াল রাখছো কোনও ভাবে
আইনের এই দশা দেইখা
লোকে কেমনে ভয় পাবে?
বাঙালি তোমারে শাড়ি পরাইয়া

ছাড়সে হে দেবী
সব মিলে তোমার চরীত্র লইয়া
আলাপ হবে হেবি।



জন্মতারিখবিহীন জন্মদিন

শহীদুল জাহীদ

আমি একটি জন্মতারিখবিহীন জন্মদিনের
দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। কষিটানা জীবন,
দাঁড় বাই, নোঙরের আশা ভেসে গেছে গাঙের
জলে, সে বহু আগেই। ফেনা ভাঙা জল যেমন

তড়পায়, আমিও তাই। আমি একটি
জন্মতারিখবিহীন জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত
সভার মধ্যমণি। কত গুণগান, কিরিটিনি মঞ্চ
হাসে সহস্র করতালির মুখরিত প্রসারিত
অঙ্গ দোলায়। উড়ে আসা মেঘে ছায়া বিলাস
করতে যেয়ে বুঝেছি সূর্যের হাসি মাখা
তিরস্কারের বেদনা। তোমাদের অরুণোদয়,
বাগানবিলাস, শরম ঢাকা বসনে বেশরম
কারুকাজ, বাঁকবদলের হুল্লোড়ে কাঁপা
মাঝরাতের গোঙানি, আমার কাছে অধরাই
থেকে যাক। নির্বিষ জীবনে পরিপক্কতার
গন্ধ খুঁজে তারিখবিহীন জন্মদিনের উল্লাস,
সে কি আমার সাজে, বল? শতায়ু বটের মূলে,
বটাশ্রিত পাখির মত স্বল্পায়ু পল্লবে ঠাসা
প্রতিটি দিন আমার। আমারও জন্মতারিখ
আছে, শতায়ু বটের সুদীর্ঘ শিকড়সমেত,
জননীর

লেখক পরিচিতি :
কবি অধ্যাপক ড. শহিদুল জাহিদ
চেয়ারম্যান, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুইরেন্স বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদালয়



রেহনুবারা হাসবে কবে

আফছার নিজাম

শহর জুড়ে উড়ছে ধুলো বৃষ্টি এসে ভিজবে কবে!
গলির ভেতর উঁকিঝুঁকি রেহনুবারা হাসবে কবে!
টোলপড়া গাল টুকটুকে লাল
ছোকরা জোয়ান স্বপ্ন দেখে।
চুপটি করে চোখের পরে
দিলের ভেতর বসবে ঝেকে!
লাগামছাড়া পেরেশানি প্রেমের তরী ভিড়বে কবে!
ঘুম আসে না চাঁদ হাসে না
জ্বলছে আগুন দিলের কাঁচে
কাঁচভাঙা মুখ ভাঙছে যে সুখ
লাগামছাড়া মনের কাছে
সূর্য উঠা ভোরের মতো প্রথম ভালোবাসবে কবে!
তীব্র সাহস ভীষণ রাগে শুকনো গাছে ফুটবে কবে!
প্রেমের নাগিন শীতল প্যাঁচে এই আমাকে বাঁধবে কবে!



The Bloodthirsty Love of the Lord of Worlds

Talukdar Lovely [Bangladesh]

At heaven's edge, I stand astonished —
where even light burns on the altar of blood.
The waterfalls carry the scent of moonlight,
and flowers whisper without sound;
the goddesses play beyond the borders of time.

The Goddess of Flowers laughs from her petal throne,
her laughter births rivers of perfume.
The Goddess of Nature is wild and free,
spinning the world upon her breath.
The Goddess of Water floats a lotus leaf,
writing silent hymns upon the stream.

But the Lord of Worlds —
he is still, cruel, radiant.
No blossoms please him;
only blood does.
And when he drinks, he blesses the earth
with a gift that scorches even love.

I tremble before him —
"O Lord, You are the Creator of all life,
why then do You feed on their blood?"

The Lord laughs —
a thunder rolling through eternity.
He says,
"He who creates must also destroy;
without blood, love remains unoffered."

I weep —
"Then what of my love?"
My tears soak the sacred ground;
I pour my heart's blood at his feet.

But he does not touch it.
He only murmurs,
"Your love is pure; I cannot take it,
for purity burns even gods."

Then I knew —
love born of blood is immortal,
but it burns forever in hell.

In the fire of Wangala, Saljong dances,
chanting hymns of blood.
The sky trembles with the dying cry of beasts,
and I see my own love burning with them.
The Lord of Worlds closes his eyes —
listening to my heart's fading beat,
as though it were his most sacred prayer.

Translated by Hamid Najarkhah Alisaraei
[Poet from Iran]



বৃক্ষের স্বরূপ

নিলয় রফিক

পোড়া শব্দগুলো আজ রোপণ করেছি
গোপন বীজতলায় জানালার পাশে
অর্ক, ওঠার আগেই সমধুর গান
প্রত্যহ চোখের কোণে পরিচর্যা ধ্যান

বড়ো হচ্ছে ডালপালা বৃক্ষের স্বরূপ
এলোমেলো ঢেউ ভাঙে সুরভিসময়
শব্দপাড়ায় কে যেন পাঠউন্মোচন
তারাদের গুণকীর্তি নতুন আলোয়

বোধিবৃক্ষে একচোখা তুমুল সংলাপ
যেতে যেতে থেমে যায় অজ্ঞাত ধনুক
খুলে দেখো গুপ্তকথা নূরের শহর
গন্ধে মাতোয়ারা বিশ্বচরাচরে বুক



বৃষ্টি, বিভ্রম

তুষার কবির

রণ ও রক্তভরা এ বরষায়
জলভেজা কফিশপে তুমি আমি মুখোমুখি;

ছেঁড়া চিরকুট উড়ে আসা হাওয়ায়
দূরের কানাড়া বেজে ওঠে এ সন্ধ্যায়ড়

ছড়ানো বৃষ্টির ছাটে
দেখছি তোমার মুখ ঢেকে যাচ্ছে
মুদ্রাস্ফীতি, ধ্বস ও মন্দায়!

মারি ও মড়কলাগা এ বরষায়
হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছি তুমি আমি;

কেয়াপাতা আঁকা ভিজে যাওয়া তোমার শাড়িতে
উড়ে বসছে যত পলাতক রতির ভ্রমরড়

বৃষ্টির ধাতব শব্দে তবুও এ বরষায়
শহরের ভেজা পথে বয়ে যাচ্ছে গানের নহর!



রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ সাহিত্য সম্মাননা

বীর মুক্তিযোদ্ধা পদ্মা রহমান

বীর মুক্তিযোদ্ধা পদ্মা রহমান (তৎকালীন নাম পদ্মা রাণী সরকার) বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধা। তিনি এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সুরেন্দ্র সরকার এবং মাতা শুভারাণী সরকার। তাঁদের আদি নিবাস কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলায়। পরবর্তীকালে তিনি ভৈরবে বেড়ে ওঠেন এবং ভৈরব হাজী আসমত আলী কলেজে অধ্যয়নকালে মহান মুক্তিযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু নারী হওয়ায় তাঁকে রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তবুও তিনি থেমে থাকেননি। দেশপ্রেমের অদম্য প্রেরণায় তিনি যুদ্ধাহত ও অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন রক্ষার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের আগরতলার বিশ্রামগঞ্জ ফিল্ড হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অসংখ্য আহত মুক্তিযোদ্ধার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। জীবনকে ঝুঁকির মুখে রেখে তাঁর এই মানবিক ও সাহসী অবদান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তিনি টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেকুর রহমানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বৈবাহিক সূত্রে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 'পদ্মা রহমান' নাম ধারণ করেন।

স্বাধীনতার পরও তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস ও আদর্শ সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং মহিলা সম্পাদিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমানে তিনি স্বামীর সঙ্গে সাভারের ব্যাংক কলোনিতে বসবাস করছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনসংগ্রাম, মানবিক সেবা এবং দেশপ্রেম আগামী প্রজন্মের জন্য এক অনন্য অনুপ্রেরণা।

মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি নম্বর: ০১১৯০০০২৫৮২

রোকসানা পারভীন কলি
নির্বাহি সদস্য
রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ।



রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ সাহিত্য পুরস্কার-২০২৬

আতাউল হক সিদ্দিকী

কবি, প্রাবন্ধিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক

আতাউল হক সিদ্দিকী অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার (বর্তমান নওগাঁ) পত্নীতলা উপজেলার আমাইড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব ও বাল্যশিক্ষা সম্পন্ন হয় ধামইরহাট উপজেলার বীরগ্রামে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি প্রগতিশীল রাজনীতি ও গণআন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি নওগাঁ মহকুমা ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৬৮ সালের আয়ুববিরোধী গণআন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালে ন্যাপ, সিপিবি ও ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালিত ভারতের বালুরঘাট ও বোয়ালদাড় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতা পেশায় সক্রিয় ছিলেন। একই সঙ্গে নওগাঁর বিভিন্ন প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, নওগাঁ মহকুমা শাখার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের সদস্য এবং বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য।

পেশাগত জীবনে তিনি ১৯৭২ সালে বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে সরকারি কলেজে যোগদান করেন এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যজীবনের সূচনা ঘটে ১৯৬৪ সালে, তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত নওগাঁ বি.এম.সি. কলেজ বার্ষিকীতে একটি গল্প প্রকাশের মাধ্যমে। ১৯৬৮ সাল থেকে নওগাঁর বিভিন্ন পত্রিকায় এবং ১৯৭০ সাল থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা, বিশেষত সনেট, নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বিবাগী বসন্ত বাউল যৌবন প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। পরবর্তীতে আমি সেই লোক, উড়ে যায় মরমি পাখি, বেপথু কীর্তনীয়া এবং বরেন্দ্র বাউলড়এই চারটি কাব্যগ্রন্থসহ মোট পাঁচটি কাব্য ২০১৭ সালে সনেট সমগ্র শিরোনামে একত্রে প্রকাশিত হয়।

আতাউল হক সিদ্দিকী পেত্রার্কান ও শেকসপিয়ারিয়ানড়উভয় ধারার সনেট রচনায় সিদ্ধহস্ত। কবিতার পাশাপাশি শিক্ষা সমস্যা, আঞ্চলিক ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক তাঁর বহু গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রগবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৯৬ সালে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের সম্মাননা সনদ লাভ করেন। এছাড়া সাহিত্য, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদানের জন্য স্থানীয় পর্যায়েও তিনি বহুবার সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েছেন।

রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত লেখক।

** কবি আতাউল হক সিদ্দিকী 'রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ' থেকে পুরস্কৃত।*



রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ সাহিত্য পুরস্কার-২০২৬

শিশির চাকমা

পাহাড়, ভাষা ও মানুষের কবি

পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজ পাহাড়, নদী, ঝরনা এবং জুমজীবনের অনিবার্য ছন্দের সঙ্গে যার সাহিত্যিক সত্তা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তিনি কবি ও কথাসাহিত্যিক শিশির চাকমা। ১৯৬৩ সালে রাঙ্গামাটিতে তার জন্ম। শৈশব, কৈশোর ও বেড়ে ওঠা সবই রাঙ্গামাটির প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও বহুবর্ণ জীবনের মধ্যে। পাহাড়ি জনপদের প্রকৃতি, মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাষা, ঐতিহ্য এবং অস্তিত্বের সংগ্রাম তার সাহিত্যচর্চার প্রধান অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।

ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চার প্রতি তার গভীর অনুরাগ গড়ে ওঠে। কবিতা ও ছোটগল্পের মাধ্যমে তিনি নিজের অনুভূতি, সমাজবাস্তবতা এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনকে শিল্পরূপ দিতে শুরু করেন। বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলেও তার সৃষ্টিশীলতার প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে মাতৃভাষা চাকমা। ভাষার ভেতরেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন জাতিসত্তার স্মৃতি, ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের শক্ত ভিত্তি।

১৯৮৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ঐতিহ্য এবং চাকমা ভাষার নিজস্ব সাহিত্যভুবন এই দুই ধারার সৃজনশীল সমন্বয় তার লেখায় একটি স্বতন্ত্র নন্দনতত্ত্ব নির্মাণ করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে শিশির চাকমার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জুম অ্যাসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এই সংগঠনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে পাহাড়ের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে নিরলস ভূমিকা পালন করে আসছেন। এছাড়া তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম রাইটার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং এখনও সংগঠনটির কার্যক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি রাঙ্গামাটির একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি শুধু পাঠদানই করেননি; নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের বীজও বপন করেছেন। ২০২৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক।

২০১৪ সালে চাকমা ভাষায় তার কাব্যগ্রন্থ "তে এব" (তার অপেক্ষায়) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রেম, অপেক্ষা, প্রকৃতি, স্মৃতি এবং পাহাড়ি জীবনের অন্তর্লীন আবেগ গভীর শিল্পিত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তার কবিতায় পাহাড়ের নীরবতা যেমন কথা বলে তেমনি কথা বলে মানুষের স্বপ্ন, বেদনা, ভালোবাসা এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়।

শিশির চাকমার সাহিত্য কেবল সৃজনশীল রচনা নয়; এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের এক মূল্যবান দলিল। তার লেখায় পাহাড়ের মানুষের জীবনসংগ্রাম যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি সংরক্ষিত হয়েছে চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্য, প্রকৃতিনির্ভর জীবনধারা এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতি। তিনি বিশ্বাস করেন, মাতৃভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয় বরং একটি জাতির আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও ভবিষ্যতের ধারক।

বাংলাদেশের বহুসাংস্কৃতিক সাহিত্যভুবনে শিশির চাকমা এক নীরব অথচ গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা, সাহিত্যসাধনার প্রতি নিষ্ঠা এবং পার্বত্য জনপদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের অবিচল প্রয়াস তাকে সমকালীন চাকমা সাহিত্যজগতের একজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আনজুমান আরা শিল্পী
কবি, লেখক, সাংবাদিক
ট্রেজারার, রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ

** কবি শিশির চাকমা 'রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ' থেকে পুরস্কৃত।*



Philosophy of Absence and Presence in

Talukdar Lovely's Poetry

The works of Talukdar Lovely showcase a highly sophisticated, deeply introspective poetic voice. A central preoccupation in her poetry is the paradox of presence-in-absence. Rather than treating silence, loss, or emptiness (শূন্যতা) as mere voids, she constructs them as active, tangible spaces of meaning.

"সাদাকালোর ব্যাকরণ" (The Grammar of Black and White)

In this poem, the poet immediately introduces a crisis of identity and perception:

"অস্তিত্বের ভেতর লুকিয়ে থাকা/এক অনন্ত শূন্যতা।"

(An infinite emptiness hidden within existence?)

Here, emptiness is not the absence of existence; it is its core structural foundation. When she writes, "সব অভাব অর্থের নয়; অনুভূতির দেউলিয়াত্বই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য" (Not all scarcity is financial; the bankruptcy of emotion is the most terrifying poverty), she reframes material lack into an existential critique.

The "grammar" of life is written not in the loud, colorful distractions of the world, but in the stark, uncompromising reality of "black and white" truth (সত্যের সবচেয়ে নির্মম উচ্চারণ/ the most brutal utterance of truth).

"কিছুই ফুরিয়ে যায় না" (Nothing Ever Ends)

This piece acts as a philosophical resolution to the questions posed in the first poem. The title itself, Nothing Ever Ends, directly combats the finality of loss.

"শব্দের বাইরে যে নীরবতা, সেখানেই আমার আসল পরিচয়।"

(The silence beyond words—that is my true identity.)

If the first poem set up the struggle between color and monochrome, this poem transcends the dialectic entirely. Silence is no longer a void; it is the ultimate repository of selfhood. Lost things become internal wealth (যা হারিয়ে যায়... সেটাই অন্তরের সবচেয়ে দীপ্ত সম্পদ/ what is lost... becomes the soul's most radiant asset), framing memory not as a painful decay, but as a preservation of spiritual riches.

By Dr. Anwer Ghani
Iraq. Babylon
14 July 2026



জয়তু লাভলী

Poetry is the spontaneous
Overflow of powerful
Feelings it takes its or ihin
From emotion recollected in tranquility.

–Willian Wordsworth

লাল গোলাপের পদাবলি

কবি ও কথাসাহিত্যিক তালুকদার লাভলীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "আমার বিষণ্ন শব্দাবলি" প্রকাশিত হয়েছে গত বছর (২০২৫ খ্রিস্টাব্দ) মহান একুশে বইমেলায়। সেই কাব্যগ্রন্থে কবিতা ছিল মোট ৬৪টি। নানান সময়ে লেখা সেসব কবিতার বিষয় ও প্রকাশশৈলীতে বৈচিত্র্য উল্লেখ করার মতো। স্বদেশ, সমকাল, সমাজের প্রান্তিকজনের জীবনযাপন, প্রেম, কাম, ব্যভিচারইত্যাদি নানান বিষয়ের অবতারণা করেছেন কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতায়।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থের অবয়ব ও চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কাব্যগ্রন্থে মোট ষাটটি কবিতা রয়েছে। সবগুলো কবিতার মূল কথক (ংঢ়বধশবৎ) এবং ব্যক্তি (ঢ়বৎংড়হ) একজনই। সেই একজন কথক কখনো যেন কোনো একজন শ্রোত-ারড়যে তার একান্তজনড়তার সামনে কথা বলে। সেইসব কবিতাকে অনায়াসে ড্রামাটিক মনোলোগ (dramatic monologue) বলে আখ্যায়িত করা যায়। তবে এই বইয়ের অন্য অনেক কবিতায় দেখা যায়, কথক কথা বলে আপন মনে; সে সময় তার সামনে, পেছনে বা নিকটে কেউ নেই। অনুপস্থিত তার প্রিয় সখা। এইসব কবিতাকে রহঃবৎহধষ সড়হড়ষড়মঁব বলা যেতে পারে। আরও সহজ করে বললে ংবষভ ঃধষশ বলা যেতে পারে।

সবগুলো কবিতার বিষয় একটাইড়প্রেম। প্রেমোন্মাদের কথকের প্রেম অসীম, অতলান্তিক, অনিত্য। এখানে একটি কবিতার শক্তি ও উজ্জ্বলতা লক্ষণীয়। বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো কবিতার কথক মাত্র একজনই। সুতরাং, বিষয় ও কথকের কথা বিবেচনা করলে সবগুলো কবিতাকে একটি গোলাকার বৃত্তের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সাহিত্য সমালোচকগণ যেমন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের প্রায় দেড়শো সনেটের মধ্যে ১২৭ সংখ্যক সনেট থেকে ১৫৪ সংখ্যক সনেটকে প্রেমপর্যায়ের চতুর্দশপদী কবিতা হিসেবে বিবেচনা করেন, সেইসব সনেটে যে প্রেমাস্পদ উপস্থাপিত, সে সুদর্শনা, কিন্তু নির্মম। সে কাছে এসেছে কি আসেনি, জানা হয়নি। তালুকদার লাভলীর কবিতায় প্রেয়সী নয়, প্রেমাস্পদ নির্মম, নিগৃহীত, নিরাসক্ত। তবে এমন ছিল না সে অতীতে।

তাই কবি প্রায়শই কবিতায় নস্টালজিয়ায় স্মৃতিকাতর হন। নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন থাকতে থাকতে কবি কখনো হাল ছেড়ে দেন, কখনো স্বপ্নালোকে উড়েন আপন আনন্দে।

এই কাব্যগ্রন্থেও অন্তর্গত বিভিন্ন কবিতার ভাষাশৈলী ও শব্দচয়ন নিয়ে সামান্য কথা বলা প্রয়োজন। বেশ কয়েকটি কবিতায় একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। আবার, বেশ কয়েকটি কবিতায় সাম্প্রতিক কালে দেশের শিক্ষিত নগরবাসী বাঙালির মাঝে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিদেশি (বিশেষত ইংরেজি) শব্দ ও অভিব্যক্তি সুপ্রকাশিত।

সুতরাং, বলা যায় এই কবির সৃজনসত্তা নিয়ত গতিশীল। তাঁর যাত্রা অতীত থেকে অনতিদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে, লোকজীবন থেকে মেট্রোপলিটন পরিবেশে।

অধ্যাপক অহিমেদ রেজা
ইংরেজী বিভাগ
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্বকিদ্যালয়

রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ : সম্প্রীতি ও মানবিকতার জন্য সাহিত্য

২০২০ সালের ২০ ডিসেম্বর রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় একটি স্বপ্নকে ধারণ করেঃসাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবিক, সৃজনশীল এবং সম্প্রীতিময় সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটি বিশ্বাস করে, সংস্কৃতি কেবল বিনোদনের বিষয় নয়; এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, সভ্যতার ধারক এবং মানুষের মনন ও মানবিকতার বিকাশের অন্যতম প্রধান শক্তি।

একটি রাষ্ট্র যেমন অর্থনীতি, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে এগিয়ে যায়, তেমনি তার আত্মা বেঁচে থাকে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চায়। সুস্থ মানুষ, সুস্থ সমাজ এবং সুস্থ রাষ্ট্র নির্মাণে শুদ্ধ সংস্কৃতিচর্চার কোনো বিকল্প নেই। সংস্কৃতির অবক্ষয় মানেই মূল্যবোধের অবক্ষয়; মানবিকতার সংকট, অসহিষ্ণুতা, সহিংসতা এবং নৈতিক অবনতির বিস্তার। তাই রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ বিশ্বাস করেঃশিল্প ও সাহিত্য মানুষের ভেতরের মানুষকে জাগিয়ে তোলে এবং সভ্যতাকে আলোকিত করে।

রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশের অন্যতম লক্ষ্য বাংলা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপন করা এবং বিশ্বের সৃজনশীল মানুষদের মধ্যে এক আন্তঃসাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন গড়ে তোলা। আমরা বিশ্বাস করি, সৃজনশীলতার কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই। ভাষা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মানবিকতা, সৌন্দর্যবোধ ও সৃষ্টির আনন্দ সর্বজনীন।

লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী যেমন বাংলাদেশের লোকঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছিলেন, তেমনি রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশও বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সৃজনশীলতার বৈচিত্র্যকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের ২০টি দেশের কবি, সাহিত্যিক, গবেষক ও শিল্পীরা এই সংগঠনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন, যা আমাদের আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অভিযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশ শুধু সাহিত্যচর্চার সংগঠন নয়; এটি মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের একটি প্ল্যাটফর্ম। প্রতিবছর সংগঠনটি দুইজন বিশিষ্ট লেখককে সম্মাননা প্রদান করে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করে তাঁদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। পাশাপাশি মাদকবিরোধী কবিতা আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। "বহুস্বরের বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, গবেষণা এবং প্রচারে কাজ করে, যাতে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্ববাসীর সামনে আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়।

রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশের বিশ্বাসড়ুযে সমাজে সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলো জ্বলে, সেখানে ঘৃণার অন্ধকার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সৃজনশীলতা মানুষকে বিভাজিত করে না; বরং সংযুক্ত করে। তাই এই সংগঠনের প্রতিটি উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানবিকতা, সম্প্রীতি, মুক্তচিন্তা এবং সৃজনশীলতার বিকাশ।

আমাদের লক্ষ্য :

শুদ্ধ সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা এবং প্রসার।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা।

বিশ্বের সৃজনশীল ব্যক্তিদের একটি বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা।

নতুন প্রজন্মকে মানবিক, নৈতিক ও সৃজনশীল মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা।

গবেষণা, প্রকাশনা, অনুবাদ, আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিনিময় এবং সাংস্কৃতিক সংলাপের মাধ্যমে বিশ্বমানের সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, বহুভাষিক সংস্কৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ ও বিশ্বব্যাপী প্রচার করা।

রাইটার্স' ওয়েব বাংলাদেশের প্রত্যয়ড়সাহিত্য কেবল শব্দের শিল্প নয়; এটি মানুষ গড়ার শিল্প, সমাজ নির্মাণের শক্তি এবং বিশ্বমানবতার পথে এগিয়ে যাওয়ার আলোকবর্তিকা।

স্লোগানঃ

"সম্প্রীতি ও মানবিকতার জন্য সাহিত্য।"

ফিরোজ খান

সভাপতি সভাপতি

রাইটার্স' অব বাংলাদেশ

About Southeast University

Founded in **2002**, Southeast University (SEU) has grown into one of Bangladesh's leading private universities, with around **15,000 students** enrolled in **17 academic programs** under six schools. Located in **Tejgaon, Dhaka**, SEU is committed to its motto, **"Meeting the Challenges of Time,"** by providing updated curricula, practical learning opportunities, research facilities, and soft-skill development.

The university aims to deliver affordable, high-quality education while promoting ethical values and preparing graduates for the demands of the modern world. Its student-friendly campus features modern classrooms, well-equipped laboratories, an extensive digital library, a medical centre, cafeteria, indoor games facilities, and a multipurpose hall. Beyond academics, more than **20 student clubs** organize seminars, competitions, cultural programs, and community service activities that enrich campus life.

SEU also emphasizes career readiness through its **Career and Professional Development Service (CPDS)**, the **Graduate Readiness for Industry Placement (GRIP)** program, industrial visits, internships, and its unique **Ambassador Award**. With over **35,000 graduates**, SEU maintains strong industry and alumni connections.

Recognized by the **University Grants Commission of Bangladesh** and several professional accreditation bodies, SEU has established academic partnerships with universities across the UK, USA, Australia, Malaysia, and China. In **2026**, the university ranked **9th among private universities in Bangladesh** in the **QS Asia University Rankings** and achieved **1st place nationally in Innovation** in the **Scimago Institutions Rankings**, reflecting its growing reputation for academic excellence and innovation.

Schools and Program

SOUTHEAST UNIVERSITY

- **School of Engineering (SE)**
  - Department of Computer Science & Engineering
  - Department of Electrical & Electronic Engineering
  - Department of Textile Engineering
  - Department of Architecture
- **School of Arts & Social Sciences (SASS)**
  - Department of Economics
  - Department of English
  - Department of Bangla
- **School of Business Studies (SBS)**
  - Department of Business Administration
- **School of Law (SL)**
  - Department of Law
- **School of Science (SS)**
  - Department of Pharmacy
- **School of Information Technology (SIT)**
- **Department of Information & Communication Technology**

Organizing Committees
World Poetry Day 2026
Southeast University

1. **Organizing Committee:**
   - **Dr. Mohammed Shamsul Hoque,** Professor & Dean, School of Arts and Social Sciences, Convener
   - Dr. Zaheed Alam Munna, **Chairman & Associate Professor, Department of English, Member**
   - Fahima Kabir, **Chairperson & Assistant Professor, Department of Economics, Member**
   - Dr. Mst. Shahanaz Khanam, **Associate Professor, Department of English, Member**
   - Dr. Muhammad Fazle Ramzan Khan, **Associate Professor, Department of English, Member**
   - **Dr. Muhammad Tofazzel Hossain,** Assistant Professor, Department of English, Member
   - Dr. Mohammad Abu Nayeem, **Assistant Professor, Department of English, Member**
   - Dr. Wasim Akram, **Assistant Professor, Department of Economics, Member**
   - Dr. Nur Nahar Sarmin Sultana, **Assistant Professor, Department of Bangla, Member**
   - Lizu Akter, **Lecturer, Department of Bangla, Member**
2. **Souvenir Committee:**
   - **Dr. Mst. Shahanaz Khanam,** Associate Professor, Department of English, Convener
   - Ruba Rummana, **Associate Professor, Department of Economics, Member**
   - **Dr. Muhammad Tofazzel Hossain,** Assistant Professor, Department of English, Member
   - Nafisa Ahsan Nitu, **Assistant Professor, Department of English, Member**
   - Shuhrat Tishi, **Lecturer, Department of English, Member**
   - Kazi Humyra Wazeda, **Lecturer, Department of English, Member**
   - Humayra Afruj, **Lecturer, Department of Bangla, Member**

3. **Food Committee:**
   - Dr. Nur Nahar Sarmin Sultana, **Assistant Professor, Department of Bangla, Convener**
   - Fahima Kabir, **Chairperson & Assistant Professor, Department of Economics, Member**
   - Md. Sariful Alam, **Lecturer, Department of English, Member**
   - **Sabiha Anjum Koli,** Lecturer, Department of English, Member
   - Md. Ashiqur Rahman, **Lecturer, Department of Economics, Member**
   - **Subrata Kumar Singha,** Officer, Department of Bangla, Member

4. **Volunteer Committee:**
   - Dr. Mohammad Abu Nayeem, **Assistant Professor, Department of English, Member**
   - Dr. Wasim Akram, **Assistant Professor, Department of Economics, Member**
   - Md. Shahriar Hasan Shaon, **Lecturer, Department of Bangla, Member**
   - Humayra Afruj, **Lecturer, Department of Bangla, Member**

5. **Hall Management Committee:**
   - Md. Hasan Mehedi, **Lecturer, Department of Economics, Convener**
   - Nafisa Ahsan Nitu, **Assistant Professor, Department of English, Member**
   - Nujhat Afrin, **Lecturer, Department of English, Member**
   - Md. Inzamul Haque, **Lecturer, Department of English, Member**
   - **Jeba Tahsin,** Lecturer, Department of English, Member

6. **Stage Management Committee:**
   - Adiba Murtaza, **Assistant Professor, Department of English, Convener**
   - **Md. Kamal Uddin,** Deputy Registrar, Southeast University
   - **Office of IT**

7. **Anchoring Committee:**
   - Adiba Murtaza, **Assistant Professor, Department of English, Convener**
   - Farhanaz Maria, **Lecturer, Department of English, Member**

8. **Promotional Committee:**
   - Dr. Muhammad Fazle Ramzan Khan, **Associate Professor, Department of English, Convener**
   - Nujhat Afrin, **Lecturer, Department of English, Member**
   - Tanzila Mobarak Joty, **Lecturer, Department of English, Member**
   - Suraiya Afrin, **Lecturer, Department of English, Member**
   - Maliha Islam, **Lecturer, Department of English, Member**

9. Decoration Committee:

- Suraiya Afrin, **Lecturer, Department of English, Convener**
- Shuhrat Tishi, **Lecturer, Department of English, Member**
- **Anika Shormily Meem,** Lecturer**,** Department of English, Member

10. Cultural Committee:

- Farhanaz Maria, **Lecturer, Department of English, Convener**
- Dr. Jasia Tahzeeda, **Assistant Professor, Department of Economics, Member**
- Suraiya Afrin, **Lecturer, Department of English, Member**
- Maliha Islam, **Lecturer, Department of English, Member**
- **Jeba Tahsin,** Lecturer, Department of English, Member
- Monisha Hoq, **Lecturer, Department of Bangla, Member**

11. Registration Committee:

- Nujhat Afrin, **Lecturer, Department of English, Convener**
- Shuhrat Tishi, **Lecturer, Department of English, Member**
- Dewan Abul Fatah Naeem, **Lecturer, Department of English, Member**
- Lizu Akter, **Lecturer, Department of Bangla, Member**

13. Judges Committee:

- **Ahmed Reza,** Professor, Department of English, Jahangirnagar University
- **Iqbal Khurshed,** Editor, Ananda Bhubon Magazine
- **Dr. Golam Mostafa,** Professor, Department of Bangla, Jahangirnagar University

রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশের কমিটি

ব্যবস্থাপনা কমিটি

আব্বাস ফারুক (কবি ও আবৃত্তি শিল্পী)	সভাপতি
তালুকদার লাভলী (কবি ও কথাসাহিত্যিক)	জেনারেল সেক্রেটারি
ড. গৌরাঙ্গ মোহান্ত (কবি ও অনুবাদক)	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট
ফিরোজ খান	ভাইস প্রেসিডেন্ট

মঞ্চ ও মিডিয়া কমিটি

সুবীর কুমার	সিনিয়র ফটো সাংবাদিক
আফছার নিজাম	কবি ও সম্পাদক
মাসুম হাসনাত মাসুম	অ্যাম্বাসেডর ইংরেজি বিভাগ, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি

আব্বাস ফারুস	সভাপতি
আনজুমান আরা শিল্পী	ট্রেজারার

আপ্যায়ন কমিটি

অনিতা দাস	যুগ্ম সম্পাদক
নূর কিবরিয়া পলাশ	প্রচার সম্পাদক
রোকসানা পারভীন কলি	নির্বাহী সদস্য
বিপ্লব রায়	নির্বাহি সদস্য
জুয়েল হাজারী	নির্বাহি সদস্য
এম. রফিক	নির্বাহি সদস্য